রাসূলের নিন্দুকদের ভয়ংকর পরিণতি এবং তাদের
বাস্তব বয়কট সম্পর্কিত একটি চিন্তা-উদ্রেককারী লেখা

রাসূল ﷺ এর অবমাননাকারীদের আমলীভাবে বয়কট করুন

- আবু লাহাবের শিক্ষণীয় পরিণতি
- আল্লাহ পাকের খাতিরে প্রতিশোধ
- শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি কি মানবতার উপর যুলুম?
- মানবতার প্রকৃত শত্রু
- ফকীহগণের দৃষ্টিতে অবমাননাকারীর শাস্তি
- শাস্তি দেওয়ার অধিকার কার?
- গুস্তাখানে রাসূলের সংস্কৃতির বয়কট করুন
- মন হলো আশিকের আর শরীর হলো নিন্দুকের

উপস্থাপনায়:
মারকাযী মজলিশে শূরা
(দাওয়াতে ইসলামী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

রাসূল ﷺ এর অবমাননাকারীদের আমলীভাবে বয়কট করুন(১)

দরূদ শরীফের ফযিলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "বান্দা যতক্ষণ আমার উপর দরূদ পাঠ করতে থাকে, ফেরেশতারাও তার উপর রহমত নাযিল করতে থাকে। এখন বান্দার ইচ্ছা, সে দরূদ শরীফ কম পাঠ করবে নাকি বেশি।"(২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

---

১. দাওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ ও মারকাযি মজলিসে শূরার নিগরান হযরত মাওলানা হাজী আবু হামিদ মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এই বয়ানটি ৭ জুমাদিস সানী ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২০ মে ২০১০ খ্রি:, বৃহস্পতিবার, আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচিতে প্রদান করেন। ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ২০০৭ খ্রি: বাংলাদেশ সফরে করা একটি এবং গুস্তাখোঁ কা আনজাম (অবমাননাকারীদের পরিণতি) শীর্ষক আরেকটি বয়ানকে একত্রিত করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের পর ৬ যিলহজ্ব ১৪৩৫ হিজরী মোতাবেক ২ অক্টোবর ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত আকারে পেশ করা হচ্ছে।
(রিসালা বিভাগ দাওয়াতে ইসলামী, আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস)

২. **(মুসনাদে ইমাম আহমদ, হাদিস: আমের বিন রাবিয়া, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩২৪, হাদিস: ১৫৬৮০)**

www.dawateislami.net

আবু লাহাবের বেয়াদবি

যখন আরব ভূখণ্ডে নবুয়তের সূর্য উদিত হলো, তখন তাঁর নূরানী আলোতে কুফরের অন্ধকার দূর হতে লাগলো। মানুষ ধীরে ধীরে বাতিল উপাস্যদের ছেড়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে শুরু করল এবং শিরক থেকে বিমুখ হয়ে এক ও অদ্বিতীয় খোদা আল্লাহ পাকের ইবাদত করতে লাগলো। কিন্তু তখনও প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু হয়নি। এই সময়ে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আদেশ এলো, "হে মাহবুব! আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের ভয় প্রদর্শন করুন।" তখন রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত কুরাইশকে একত্রিত করে তাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত আছে, যখন এই আয়াতটি নাযিল হলো:

وَ اَنْذِرْ عَشِیْرَتَكَ الْاَقْرَبِیْنَ

(পারা ১৯, সূরা শুআরা, আয়াত: ২১৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর হে মাহবুব, আপনার নিকটাত্মীয়দের ভয় প্রদর্শন করুন।

তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাফা পাহাড়ে উঠে কুরাইশের বিভিন্ন গোত্রদের ডাকতে শুরু করলেন: "হে বনী ফিহর! হে বনী আদী!" এভাবে ডাকতে ডাকতে লোকেরা একত্রিত হয়ে গেল, যে আসতে পারল না, সে তার প্রতিনিধি পাঠাল, যাতে সে গিয়ে দেখতে পারে ব্যাপারটা কী। যখন আবু লাহাবসহ কুরাইশের অন্যান্য লোকেরা এসে গেল, তখন রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন, "আমি যদি বলি যে, এই উপত্যকার ওপারে এক বিশাল সেনাবাহিনী তোমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত, তবে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে?" সবাই বলল, "হ্যাঁ! আমরা তো আপনাকে সর্বদা সত্যবাদীই পেয়েছি।" তিনি বললেন, "তাহলে আমি

www.dawateislami.net

তোমাদেরকে কিয়ামতের এক কঠিন আযাবের ভয় প্রদর্শন করছি, যা তোমাদের সামনেই রয়েছে।" এই কথা শুনে (مَعَاذَ الله) আবু লাহাব বলল, "তোমার সর্বনাশ হোক! তুমি কি আমাদের এটার জন্যই একত্রিত করেছ?" তখন এই আয়াতগুলো নাযিল হয়:

تَبَّتْ يَدَاۤ اَبِیْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ ﴿۱﴾
مَاۤ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَ مَا كَسَبَ ﴿۲﴾

(পারা ৩০, সূরা লাহাব, আয়াত: ১-২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: ধ্বংস হয়ে যাক আবু লাহাবের উভয় হাত এবং সে ধ্বংস হয়েই গেছে। তার সম্পদ তার কোনো কাজে আসেনি আর না যা সে উপার্জন করেছে।[১]

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'নূরুল ইরফান'-এ উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখায় বলেন: এ থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যায়:

- **এক:** আল্লাহ পাকের প্রতি নিন্দাকারী (অবমাননাকারীদের) হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জবাব দিয়েছেন আর হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর নিন্দুকদের জবাব দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ পাক। আল্লাহ পাকের শত্রুদের জবাব দেওয়া সুন্নাতে রাসূল আর দুশমনে রাসূলের জবাব দেওয়া সুন্নাতে ইলাহী।
- **দুই:** কাফেররা হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর প্রতি যে ধরনের কটূক্তি করেছিল, আল্লাহ পাকও সে ধরনের জবাব দিয়েছেন। এতে বোঝা যায় যে, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ মাহবুব।
- **তিন:** কুরআনুল করীমে সমস্ত অপরাধীর শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হলো হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর

১. (বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, বাব: ওয়ালা তুখিনী ইয়াওমা ইউবআছুন, ৩/২৯৪, হাদিস: ৪৭৭০)

www.dawateislami.net

অবমাননাকারীদের। কুরআনে করীমে তাদের সম্পর্কে কখনও বলা হয়েছে "زنیم" (যার বংশে ত্রুটি আছে), কখনও "ابتر" (সর্বপ্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত), কখনও "تَبَّتْ يَدَاۤ" (উভয় হাত ধ্বংস হোক), আবার কখনও বলা হয়েছে "لن يغفر الله لهم" (আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না)। অন্য কোনো অপরাধীর জন্য এমন কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়নি। যেরকম প্রতিদান হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদবের জন্য দেওয়া হয়েছে, সেরকম প্রতিদান ইবাদতের জন্য কখনো দেওয়া হয়নি।

❖ **চার:** উচ্চ বংশ, সম্মান ও সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিরাও হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর বিরোধিতা করে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে, সেখানে অন্যদের আর কী বলার আছে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন, যখন অবমাননাকারী ও বেয়াদব আবু লাহাব রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর দরবারে অবমাননাকর উক্তি করলো, তখন আল্লাহর গযব ক্রোধান্বিত হলো এবং আল্লাহ জাব্বার ও ক্বাহার সেই হতভাগার ভয়ানক পরিণতির অদৃশ্য খবর দিয়ে সূরা লাহাব নাযিল করলেন। আসুন, শিক্ষা ও উপদেশ লাভের জন্য কুরআন ও হাদিসের আলোকে আবু লাহাব এবং তার মতো অন্যান্য রাসূল-অবমাননাকারীদের পরিণতি সম্পর্কে জানি:

আবু লাহাব কে ছিল?

আবু লাহাব ছিল নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর চাচা। তার নাম ছিল আব্দুল উযযা বিন আব্দুল মুত্তালিব এবং উপনাম ছিল আবু উতবা। তার চেহারার উজ্জ্বলতার কারণে তাকে "আবু লাহাব"

www.dawateislami.net

(অগ্নিশিখার পিতা) বলা হতো। সে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর শানে কটূক্তি করত, তাঁর প্রতি বিদ্বেষ রাখত এবং তাঁকে অনেক কষ্ট দিত। সে তাঁকে এবং ইসলাম ধর্মকে ঘৃণার চোখে দেখত।[১] তার অবমাননা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, যখনই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে যেতেন, তখন সেই হতভাগাও সেখানে পৌঁছে যেত এবং তাঁর শানে অশোভন কথা বলত। যেমন,

হযরত সায়্যিদুনা রাবিয়া বিন ইবাদ দিলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ইসলাম গ্রহণের পর জাহিলিয়তের যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন যে, আমি যুল-মাজাযের বাজারে দেখেছিলাম যে, লোকজন নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে ঘিরে সমবেত হয়েছে এবং তিনি তাদেরকে বলছিলেন: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا হে লোকসকল! বলো! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সফল হবে।" আর তাঁর পেছনে একজন ফর্সা চেহারা ও ভেজা চোখওয়ালা লোক দাঁড়িয়ে ছিল, যার মাথায় দুটি খোঁপা ছিল। সে লোকদের বলছিল: "এ ধর্মত্যাগী, মিথ্যাবাদী।" হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেখানেই যেতেন, সেও পেছনে পেছনে যেত। আমি লোকদের কাছ থেকে সেই ব্যক্তির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল যে, এ হলো তাঁর চাচা আবু লাহাব।[২]

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে আবু লাহাবের নিচু মনমানসিকতা ও রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর প্রতি তার বিদ্বেষ স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে তবে এটি একটি অনস্বীকার্য সত্য যে, রাসূলের অবমাননাকারীদের শেষ পর্যন্ত ভয়ানক পরিণতির শিকার হতেই হয়। আবু লাহাবের সাথেও এমনটিই

১. (তাফসীরে ইবনে কাসীর, পারা ৩০, সূরা লাহাব, আয়াত ১-এর পাদটীকা, ৮/৪৮৫)
২. (মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদুল কুফিয়্যিন, হাদিস: রাবিয়া বিন ইবাদ আদ-দীলি, ৭/২১, হাদিস: ১৯০২৬)

www.dawateislami.net

হয়েছিল এবং আল্লাহ পাক তাঁকে পৃথিবীর মানুষের জন্য একটি দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিয়েছেন।

আবু লাহাবের শিক্ষণীয় পরিণতি

বদর যুদ্ধের পর আল্লাহ পাক আবু লাহাবকে 'আদাসাহ'[১] নামক এক রোগে আক্রান্ত করেন, যার পর সে মাত্র সাত দিন জীবিত ছিল এবং তারপর মৃত্যুবরণ করে। আবু লাহাবের মৃত্যুর পর তার ছেলেরা তাকে সেভাবেই ফেলে রাখে এবং তিন দিন পর্যন্ত দাফনও করেনি, এমনকি তার লাশ থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করে। কুরাইশের লোকেরা 'আদাসাহ' রোগকে প্লেগের মতো ভয় করত (সম্ভবত একারণেই কেউ তার মৃতদেহ স্পর্শ করতে প্রস্তুত ছিল না)। অবশেষে কুরাইশের এক ব্যক্তি তার ছেলেদের বলল, "তোমাদের ধ্বংস হোক! তোমাদের কি লজ্জা করে না যে, তোমাদের বাবা ঘরে পচে যাচ্ছে আর তোমরা তাকে দাফন করছ না?" তারা বলতে লাগল, "আমাদের ভয় হয় যে, এই রোগ আমাদেরও না হয়ে যায়।" সেই ব্যক্তি বলল, "চলো, আমি এই কাজে তোমাদের সাহায্য করছি।" এরপর তারা সবাই মিলে গোসলের নামে দূর থেকে তার উপর পানি ছিটিয়ে দিল এবং কেউ তার কাছেও গেল না। এরপর তাকে মক্কার উপত্যকার উপরিভাগের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো, যেখানে তাকে একটি দেয়ালের সাথে দাঁড় করিয়ে তার উপর পাথর নিক্ষেপ করতে থাকা হলো, যতক্ষণ না সে সেই পাথরের নিচেই চাপা পড়ে যায়।[২]

---

১. আদাসাহ: প্লেগের মতো এক ধরনের বিষাক্ত ফোঁড়া, যা প্রথমে ছোট আকারে বের হয় এবং পরে তার বিষ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ মারা যায়।

২. (দালাইলুন নুবুওয়াহ লিল-বাইহাকী, বাব: ওয়াক্'উল খবর বি-মক্কা... ইত্যাদি, ৩/১৪৬)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন যে, আবু লাহাবের মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ পাকের বাণী কীভাবে পূর্ণ হলো। এই হতভাগার জন্য এর চেয়ে বড় অপমান আর কী হতে পারে যে, মৃত্যুর পর তার নিজের ছেলেরাই তার লাশ দাফন করার পরিবর্তে পচতে ছেড়ে দেয় এবং তিন দিন পর শুধু এই কারণে তার গোসল ও দাফনের ব্যবস্থা করা হয় যে, লোকেরা কী বলবে! নিশ্চয়ই, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم - এর মহান দরবারে বেয়াদবির কারণে হতভাগাদের ভাগ্যে শান্তিতে মৃত্যুও জোটে না, আর তাদের মৃত্যুতে কারো চোখ থেকে এক ফোঁটা অশ্রুও ঝরে না। আর এটাতো কেবল দুনিয়ার আযাব, এ থেকে নিস্তার মিলবে না। বরং মৃত্যুর পর কবরে আযাব এবং তারপর জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি চিরকালের জন্য ভোগ করতে হবে।

আবু লাহাবের স্ত্রীর পরিণতি

যেভাবে আবু লাহাব ধ্বংস ও বরবাদ হয়েছিল, না তার সম্পদ কাজে এসেছিল, না তার সন্তান; ঠিক সেভাবেই তার সেই হতভাগা স্ত্রীও অপমানের মৃত্যুবরণ করে, যে সব সময় রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে কষ্ট দেওয়ার কাজে লিপ্ত থাকত। সূরা লাহাবে আল্লাহ পাক আবু লাহাবের সাথে সাথে তার হতভাগা স্ত্রীর পরিণতির কথাও আগে থেকেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ পাকের ইরশাদ হচ্ছে:

وَّ امْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ﴿۴﴾

فِیْ جِیْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ﴿۵﴾

(পারা ৩০, সূরা লাহাব, আয়াত: ৪-৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং তার স্ত্রী, যে লাকড়ির বোঝা মাথায় বহনকারীনী, তার গলায় খেজুরের ছালের রশি।

www.dawateislami.net

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের বাখ্যায় বলেন: উম্মে জামীল বিনতে হারব বিন উমাইয়া (হযরত আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বোন) যে, রাসূল করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর প্রতি চরম শত্রুতা পোষণ করত এবং যদিও সে অনেক ধন-সম্পদের অধিকারীনী ও বড় ঘরের মেয়ে ছিল, তবুও রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর শত্রুতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। সে নিজে মাথায় কাঁটার বোঝা নিয়ে এসে রাসূল করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর চলার পথে ফেলে দিত, যাতে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং তাঁর সাহাবীদের কষ্ট হয়। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে কষ্ট দেওয়া তার কাছে এত প্রিয় ছিল যে, এই কাজে সে অন্য কারো সাহায্য নেওয়াও পছন্দ করত না। একদিন সে এই বোঝা নিয়ে আসছিল, ক্লান্ত হয়ে আরাম করার জন্য একটি পাথরের উপর বসে পড়ল। একজন ফেরেশতা আল্লাহ পাকের আদেশে পেছন থেকে তার বোঝাটি টেনে ধরল। সে পড়ে গেল এবং রশিটি তার গলায় ফাঁস হয়ে গেল, আর সে মারা গেল।

এভাবে আবু লাহাবের স্ত্রীও আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে কষ্ট দেওয়ার অপরাধে আল্লাহর গযবের শিকার হলো এবং নিজের বানানো ফাঁদে নিজেই ফেঁসে চরম অপমানের সাথে নিজের পরিণতির দিকে এগিয়ে গেল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

পারস্যের রাজা কিসরার নামে মুবারক পত্র

ইতিহাসে এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে, যখন কাফের ও মুশরিকরা আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর শানে কটূক্তি করেছে, তখন তিনি তাঁর অপার ধৈর্য ও সহনশীলতার কারণে চুপ রইলেন। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর শানে অবমাননাকারীদের অপমানিত করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছেন। তাদের মধ্যে একটি ঘটনা হলো পারস্যের রাজা কিসরার। ষষ্ঠ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে যখন রাসূলে করীমে صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসেন, তখন তিনি বিভিন্ন বাদশাহদের কাছে চিঠি লেখেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। চিঠিতে মোহর লাগানোর জন্য তিনি একটি রূপার আংটিও তৈরি করান। যেমন,

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন, যখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চিঠি লেখার ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁকে বলা হলো যে, তারা এমন কোনো চিঠি পড়ে না, যাতে মোহর লাগানো নেই। তাই তিনি একটি রূপার আংটি তৈরি করান, যাতে "মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ" খোদাই করা ছিল।[১]

একটি চিঠি তিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -এর হাতে পারস্যের রাজা কিসরার কাছে পাঠান, যার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ:

১. (বুখারী, কিতাবুল ইলম, বাব: মা ইউযকারু ফিল মুনাওয়ালা... ইত্যাদি, ১/৪০, হাদিস: ৬৫)

www.dawateislami.net

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, নবীর পক্ষ থেকে

পারস্যের রাজা কিসরার নামে।

সেই ব্যক্তির উপর সালাম, যে হিদায়তের অনুসরণ করে এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর উপর ঈমান আনে এবং সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি তোমাকে আল্লাহ পাকের দিকে আহ্বান করছি, কারণ আমাকে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সমস্ত মানুষের কাছে পাঠানো হয়েছে, যাতে যারা জীবিত তাদের ভয় প্রদর্শন করি এবং কাফেরদের উপর প্রমাণ পূর্ণ হয়। ইসলাম গ্রহণ করলেই শান্তি পাবে, যদি অস্বীকার কর, তাহলে সমস্ত অগ্নিপূজকের গুমরাহীর গুনাহ তোমার কাঁধে পড়বে।

যখন সেই হতভাগার সামনে এই হিদায়তনামা পড়া হলো, তখন সে সেই মুবারক পত্রটি নিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল এবং مَعَاذَ الله নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সম্পর্কে এও বলল যে, "আমার একজন গোলাম কিভাবে আমাকে এভাবে চিঠি লেখার সাহস করে?" যখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিসরার এই অশোভন আচরণের কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি বললেন: "আল্লাহ পাক তার রাজত্বকে টুকরো টুকরো করে দিক।" আর ঠিক তেমনই হলো, যেমনটি তিনি বলেছিলেন। পত্র ছিঁড়ে ফেলার পর কিসরা তার ইয়েমেনের গভর্নর বাযানকে লিখল যে,

www.dawateislami.net

"হিজাযে বসবাসকারী সেই ব্যক্তির কাছে তোমার দুইজন শক্তিশালী লোক পাঠাও, যাতে তারা তাকে ধরে আমার কাছে নিয়ে আসে।"দরবারে পেশ করা হলে, বাযান আদেশ পালন করে তৎক্ষণাৎ দুইজন লোক নির্বাচন করে তাদেরকে একটি চিঠি দিয়ে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর কাছে পাঠাল, যাতে লেখা ছিল যে, তিনি যেন ওই দুই যুবকের সাথে কিসরার কাছে হাজির হন। যখন বাযানের দূতরা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর দরবারে হাজির হলো, তখন তাদের একজন এভাবে কথা বলল: "শাহানশাহ কিসরার পক্ষ থেকে আমাদের গভর্নর বাযানকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনাকে তার সামনে পেশ করতে হবে। যদি আপনি আমাদের সাথে যেতে রাজি হন, তাহলে বাযান সুপারিশ হিসেবে একটি চিঠি শাহানশাহকে লিখে দেবে, যার ফলে পারস্যের রাজা আপনাকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকবে। আর যদি আপনি আমাদের সাথে যেতে অস্বীকার করেন, তাহলে আপনি ভালো করেই জানেন যে, সে আপনাকে এবং আপনার জাতিকে ধ্বংস করে দিবে এবং আপনার শহরগুলোকে ধ্বংস করে দেবে।" এই পুরো কথোপকথনের সময় আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের দিকে তাকিয়ে দেখাও পছন্দ করেননি, কারণ তারা দাঁড়ি কামিয়েছিল এবং গোঁফ বড় রেখেছিল। যখন তাদের কথা শেষ হলো, তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمবললেন: "তোমাদের ধ্বংস হোক! দাঁড়ি কামানো আর গোঁফ বড় রাখার আদেশ তোমাদের কে দিয়েছে?" তারা বলল, "আমাদের মুনিব কিসরা।" তিনি বললেন: "আমাকে তো আমার রব দাঁড়ি বাড়ানো এবং গোঁফ ছাঁটার আদেশ দিয়েছেন।" এরপর তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াতও দিলেন এবং বললেন: "এখন তোমরা এখান থেকে চলে যাও, কাল আবার এসো। আমি তোমাদের আমার ইচ্ছা সম্পর্কে জানাব।" সেই রাতেই জিবরাঈল আমীন

www.dawateislami.net

عَلَيْهِ السَّلَام দরবারে রিসালাতে এই খবর নিয়ে এলেন যে, আল্লাহ পাক আপনার অবমাননাকারী হতভাগা কিসরার উপর তার পুত্র শেরোয়াকে নিয়োজিত করে দিয়েছেন, যে রাতের অমুক সময়ে কিসরাকে হত্যা করেছে। পরের দিন যখন ওই দুই ব্যক্তি দরবারে রিসালাতে হাজির হলো, তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকে বললেন: "বাযানকে গিয়ে এই কথা বলে দাও যে, গতরাতে সাত প্রহর পার হওয়ার পর আমার পালনকর্তা তার মুনিব কিসরাকে হত্যা করেছে।" এ কথা শুনে তারা দু'জন বলতে লাগল: "আপনি কি জানেন আপনি কী বলছেন? আমরা কি আপনার পক্ষ থেকে এই কথা বাদশাহকে লিখে পাঠাব?" নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: "হ্যাঁ, অবশ্যই তাকে খবর দাও এবং সাথে এও বলবে যে, শীঘ্রই আমার ধর্ম ও আমার শাসন কিসরার সীমানা পর্যন্ত পৌঁছাবে, বরং সেখানেও পৌঁছাবে যেখানে কোনো খুর বা বিষাক্ত প্রাণী পৌঁছাতে পারে। আর তাকে বলে দিও যে, যদি ইসলাম কবুল করে নাও, তাহলে আমি তোমার মাল-সম্পদ ও রাজত্ব তোমারই হাতে ছেড়ে দেব।" ওই দুইজন দূত ফিরে গিয়ে বাযানের কাছে পৌঁছাল এবং তাকে সব কথা বলল। বাযান বলল, "যদি তার খবর সত্য হয়, তাহলে তিনি অবশ্যই নবী ও রাসূল।" এখনও কিছুক্ষণ সময় পার হয়নি, বাযানের কাছে শেরোয়ার চিঠি এলো, যাতে সে তার বাবা (পারস্য বাদশাহ) কে হত্যা করার খবর দিয়েছিল। বাযানের উপর রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর সত্যবাদিতা এবং তাঁর মহিমা ও মর্যাদা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল অবশেষে বাযান ও অনেক পারস্যবাসী ইসলাম গ্রহণ করে নেয়।[১]

১. (দালাইলুন নুবুওয়াহ লি-আবি নু'আইম, আল-ফাসলুস সাবি' আশার, পৃষ্ঠা: ২০৬, হাদিস: ২৪১; তাবাকাতে কুবরা, যিকরু বা'ছা... ইত্যাদি, ১/১৯৯, সংক্ষেপে ও মর্মার্থে)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন যে, পারস্যের বাদশাহ খসরু পারভেজ, যে বছরের পর বছর ধরে অর্ধেক দুনিয়ার উপর শাসন করেছে, যার নিজের শক্তির উপর বড় অহংকার ছিল এবং যার সামনে কেউ মাথা তোলার সাহস করত না, যখন সে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর মুবারক পত্রের প্রতি বেয়াদবি করল, তখন তার এই পরিণতি হলো যে, তার নিজেরই ঔরসজাত সন্তান তাকে চরম অপমানের সাথে মৃত্যুর ঘাটে নামিয়ে দিল এবং তার রাজত্বের নাম-নিশানাও রইল না। ক্ষমতা, সম্পদ এবং বিশাল সাম্রাজ্য তার মধ্যে অহংকার ও গর্ব তৈরি করেছিল, কিন্তু সে এটা জানত না যে, ইনি তো সেই মহান সত্তা, যাকে আল্লাহ পাক সমগ্র জাহানের বাদশাহী দান করেছেন। দুনিয়ার সমস্ত সিংহাসন ও মুকুট তাঁর কদমে উপস্থিত থাকে, বড় বড় বাদশাহ তাঁর দরবারে ভিখারীর মতো উপস্থিত হয়। আল্লাহ পাক তাঁর মহিমা ও মর্যাদাকে এমন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন যে, কেউ তা কমাতে পারে না, বরং এমন দুঃসাহসকারীরা নিজেরাই ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যায়। যে-ই তাঁর মহিমা মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে, সে নিজেই মুছে গেছে, কিন্তু প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর মহিমার ডঙ্কা আজও বাজছে।

ওহী ধূম উন কি হে مَاشَآءَاللّٰه
মিট গেয়ে আপ মিটানে ওয়ালে

মাহবুব খোদা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-কে কষ্ট দানকারীর উপর লানত

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত ও মহান সত্তা এবং আল্লাহ পাকের দরবারে সবচেয়ে বেশি মাকবুল ও মাহবুব। এমন অবস্থায় যদি কোনো নবী-দুশমন প্রিয় নবী

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর উপর কটাক্ষ করে, তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব যে, কায়িনাতের সৃষ্টিকর্তা এই বিষয়টি সহ্য করবেন? সেই সত্তা, যাকে হাবীবে খোদা হওয়ার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, তাঁর সম্পর্কে কোনো ধরনের অশোভন শব্দ ব্যবহার করা বা তাঁকে কোনোভাবে কষ্ট দেওয়া আল্লাহ পাকের কাছে কখনোই পছন্দনীয় নয়, বরং এমন দুঃসাহসকারীদের জন্য বেদনাদায়ক আযাবের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। যেমন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اَلَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ

(পারা ১০, সূরা তাওবা, আয়াত: ৬১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর যারা আল্লাহ এর রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

অপর এক জায়গায় আল্লাহ পাক এমন লোকদের উপর লানত করেছেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِیْنًا

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত: ৫৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় যারা কষ্ট দেয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে, তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত-দুনিয়া ও আখিরাতে এবং আল্লাহ তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

এ থেকে বোঝা গেল যে, নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর প্রতি অবমাননা করা এবং তাঁকে কষ্ট দেওয়া ব্যক্তি আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের উপযুক্ত এবং দুনিয়াতেও তার পরিণতি ভয়ানক হয়। হযরত মাওলা আলী, শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের একটি চুল মুবারক ধরে ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার

www.dawateislami.net

একটি চুলকে কষ্ট দেবে, সে নিঃসন্দেহে আমাকে কষ্ট দিল আর যে আমাকে কষ্ট দিল, সে আল্লাহ পাককে কষ্ট দিল আর যে আল্লাহ পাককে কষ্ট দিল, তার উপর যমিন ও আসমানের সমান আল্লাহর লানত।"[১] সুতরাং, যেখানে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর কোনো চুল মুবারককে কষ্ট দেওয়া ব্যক্তি আল্লাহ পাকের লানতের উপযুক্ত হয় সেখানে ওই ব্যক্তির কী অবস্থা হবে যে, মাহবুব খোদা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর অবমাননা করে তাঁর সত্তাকে কষ্ট দেয় এবং তাঁর পবিত্র হৃদয়কে আঘাত করে? এমন হতভাগার উপর নিশ্চয়ই আল্লাহর গযবের মার পড়বে এবং তার নাম-নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে মুছে যাবে।

উতাইবাকে বাঘে ছিঁড়ে ফেলল

একবার আবু লাহাবের পুত্র উতাইবা নবুয়তের দরবারে এমন পর্যায়ে অবমাননা করল যে, সে মুখ খারাপ করতে করতে আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাঁর পবিত্র জামা ছিঁড়ে ফেলল। এই অবমাননাকর বেয়াদবির কারণে তাঁর পবিত্র হৃদয়ে অত্যন্ত কষ্ট ও দুঃখ হলো এবং শোকের আবেগে তাঁর চেহারা মুবারক থেকে এই শব্দগুলো বের হলো: اَللّٰهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ হে আল্লাহ! তোমার কুকুরদের মধ্য থেকে একটি কুকুরকে এর উপর চাপিয়ে দাও।" অতঃপর যখন আবু লাহাব ও উতাইবা উভয়েই ব্যবসার জন্য একটি কাফেলার সাথে সিরিয়া দেশে গেল, তখন রাতে যারকা নামক স্থানে এক পাদ্রীর কাছে তারা অবস্থান করল।

---

১. (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযাইল, বাব: ফাযাইলুন নবী... ইত্যাদি, ১২/১৫৯, হাদিস: ৩৫৩৪)

www.dawateislami.net

পাদ্রী কাফেলার লোকদের জানাল যে, এখানে হিংস্র প্রাণী অনেক বেশি, তাই সবাই যেন সাবধানে ঘুমায়। এ কথা শুনে আবু লাহাব কাফেলার লোকদের বলল: হে লোকসকল! মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার পুত্র উতাইবার জন্য ধ্বংসের দোয়া করেছে। তাই তোমরা সবাই তোমাদের ব্যবসার মালামাল একত্রিত করে তার উপর উতাইবার বিছানা পেতে দাও এবং সবাই তার চারপাশে শুয়ে পড়ো, যাতে আমার পুত্র হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকে।" কাফেলার লোকেরা উতাইবার নিরাপত্তার জন্য পুরোপুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করল, কিন্তু রাতের বেলায় হঠাৎ একটি বাঘ এসে সবাইকে শুঁকতে শুঁকতে লাফ দিয়ে উতাইবার বিছানায় পৌঁছাল এবং তার মাথা চিবিয়ে ফেলল। লোকেরা বাঘটিকে অনেক খুঁজল, কিন্তু কিছুই করতে পারল না যে, বাঘটি কোথা থেকে এসেছিল এবং কোথায় চলে গেল।[১] এভাবে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-কে কষ্ট দেওয়া উতাইবা দুনিয়াতেই সবচেয়ে জঘন্য মৃত্যুর শিকার হয়ে জাহান্নামের উপযুক্ত হলো।

উপহাসকারীদের পরিণতি

কুরাইশ কাফেরদের মধ্যে কিছু লোক এমনও ছিল যারা রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে কষ্ট দেওয়া এবং তাঁর সাথে উপহাস করাটা তাদের অভ্যাস করে নিয়েছিল। নিয়ম বানিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু তিনি ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতীক হয়ে তাদের মন্দ আচরণের বদলা ভালো দিয়ে দিতেন। কিন্তু এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে কষ্ট দেওয়া হবে আর আল্লাহ পাক সেই অবমাননাকারীদের খবর

১. (শরহুল মাওয়াহিব, বাব: ফী যিকরি আওলাদিহিল কিরাম, ৪/৩২৫-৩২৬, সংক্ষেপে)

www.dawateislami.net

নেবেন না। তাই আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর শান্ত্বনার জন্য ইরশাদ করলেন:

اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ

(পারা ১৪, সূরা হিজর, আয়াত: ৯৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয়ই সেই বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে আমরা আপনার জন্য যথেষ্ট।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: কুরাইশ কাফেরদের পাঁচজন সর্দার ছিল (১) আস বিন ওয়াইল সাহমী, (২) আসওয়াদ বিন মুত্তালিব, (৩) আসওয়াদ বিন আবদ ইয়াগুস, (৪) হারিস বিন কাইস এবং তাদের সবার নেতা (৫) ওয়ালিদ বিন মুগীরা মাখযুমী। এই লোকেরা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে অনেক কষ্ট দিত এবং তাঁর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। আসওয়াদ বিন মুত্তালিবের জন্য রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করেছিলেন যে, "হে আমার পালকর্তা! তাকে অন্ধ করে দাও।" একদিন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে হারামে তাশরীফ নিলেন। এই পাঁচজন সেখানে এসে যথারীতি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করল এবং তাওয়াফে মশগুল হয়ে গেল। এই অবস্থায় হযরত জিবরিল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর খেদমতে হাযির হলেন এবং তিনি ওয়ালিদ বিন মুগীরার পায়ের নলার দিকে, আসের পায়ের পাতার দিকে এবং আসওয়াদ বিন মুত্তালিবের চোখের দিকে ইশারা করলেন এবং আসওয়াদ বিন আবদ ইয়াগুসের পেটের দিকে এবং হারিস বিন কাইসের মাথার দিকে ইশারা করে বললেন, "আমি তাদের অনিষ্ট দূর করব।" অতঃপর কিছুদিনের মধ্যেই তারা সবাই ধ্বংস হয়ে গেল। ওয়ালিদ বিন মুগীরা এক তীর বিক্রেতার দোকানের পাশ

www.dawateislami.net

দিয়ে যাচ্ছিল, তার তেহবন্দে একটি তীর বিদ্ধ হলো, কিন্তু অহংকারের কারণে সে তা বের করার জন্য মাথা নিচু করল না। এর ফলে তার পায়ের নলায় ঘা হয়ে গেল এবং তাতেই সে মারা গেল। আস বিন ওয়াইলের পায়ে একটি কাঁটা বিঁধল এবং দেখা গেল না, যার ফলে তার পা ফুলে গেল এবং সেও মারা গেল। আসওয়াদ বিন মুত্তালিবের চোখে এমন ব্যথা হলো যে,,সে দে য়ালে মাথা ঠুকতে লাগল এবং তাতেই মারা গেল, আর এটা বলতে বলতে মারা গেল যে, "মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে হত্যা করেছে।" আর আসওয়াদ বিন আবদ ইয়াগুস 'ইস্তিসকা' (পেট ফুলে যাওয়া ও খুব তৃষ্ণার্ত হওয়ার) রোগে আক্রান্ত হলো এবং কালবীর বর্ণনায় আছে যে, তার গায়ে 'লূ' (গরম বাতাস) লাগল এবং তার মুখ এত কালো হয়ে গেল যে, বাড়ির লোকেরাও তাকে চিনতে পারল না এবং বের করে দিল। এই অবস্থায় সে এটা বলতে বলতে মারা গেল যে, "আমাকে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর পালকর্তা হত্যা করেছে।" আর হারিস বিন কাইসের নাক থেকে রক্ত ও পুঁজ বের হতে লাগল এবং তাতেই সে মারা গেল।

রাসূল-অবমাননাকারীরা ধ্বংস ও বরবাদ হতে লাগল, আর শময়ে ইশকে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জ্বলতে থাকল এবং ইসলাম বিজয়ী হতে লাগল। এভাবে ইসলামের শান ও শওকত এবং মহিমার চর্চা আরবের বাইরেও হতে লাগল। সাধারণ মানুষের সাথে সাথে বিভিন্ন গোত্রের সর্দাররাও দলে দলে ইসলামের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় হাযির হচ্ছিল। কিন্তু কিছু লোক এমনও ছিল যারা তখনও ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। তাদের মধ্যেই আরবের এক বড় সর্দার ছিল আমির বিন তুফাইল, যে 'বীরে মা'উনা'-এর স্থানে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর পাঠানো সত্তরজন সাহাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ -কে অত্যন্ত নির্মমভাবে শহীদ করেছিল। نَعُوْذُ بِاللهِ

www.dawateislami.net

আমির বিন তুফাইলের ঘটনা

ইসলামের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও তার বিজয় দেখে আমির বিন তুফাইলের গোত্রের লোকেরা তাকে বলল: "আমির! লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে, এবার তুমিও ইসলাম গ্রহণ কর।" আমির অহংকারী সুরে বলল: "আল্লাহর শপথ! আমি তো নিজেই এই কসম খেয়েছি যে, আরবের লোকেরা আমার পদচিহ্ন অনুসরণ না করা পর্যন্ত আমি শান্তিতে বসব না। তাহলে আমি কিভাবে কুরাইশের এই যুবকের অনুসরণ করতে পারি?" অবশেষে আমির তার কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে ধোঁকা দিয়ে গুপ্তহত্যার ঘৃণ্য পরিকল্পনা নিয়ে মদীনা শরীফের দিকে রওনা দিল। সে তার সঙ্গী আরবাদকে বলল: "আমি তাদের কথায় ব্যস্ত রাখব আর তুমি সুযোগ পেলেই তরবারির আঘাত করে দিবে।" যখন আমির রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর দরবারে উপস্থিত হলো, তখন সে বলল: "হে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার সাথে সন্ধি করে নিন।" তিনি বললেন, "ততক্ষণ পর্যন্ত তোর সাথে সন্ধি হতে পারে না, যতক্ষণ না তুই আল্লাহ পাকের সত্তার উপর ঈমান আনবি, যিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং তাঁর কোনো শরীক নেই।" ওদিকে আরবাদ হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে কথায় ব্যস্ত দেখে নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তলোয়ার বের করতে চাইল, কিন্তু হাতলের উপর হাত রাখতেই তার বাহু অসাড় হয়ে গেল। যখন সে কিছুই করতে পারল না এবং আমির তার ব্যর্থতা বুঝতে পারল, তখন সে আবার তার কথা পুনরাবৃত্তি করল যে, "আমার সাথে সন্ধি করুন।" কিন্তু আল্লাহ পাকের হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর একই উত্তর ছিল যে, "যতক্ষণ তুই এক আল্লাহকে বিশ্বাস না করবি, ততক্ষণ তোর সাথে সন্ধি হবে না।" আমির বলল: "আচ্ছা, যদি আমি

www.dawateislami.net

ইসলাম গ্রহণ করি, তাহলে আপনি আমাকে কী দিবেন?" তিনি বললেন: "তোকে এমন কিছু দিব যা অন্য মুসলমানদের দেওয়া হয় এবং তোর উপরও সেসব হুকুম হবে যা অন্য মুসলমানদের উপর হয়ে থাকে।" আমির বলল: "যদি আমি ইসলাম গ্রহণ করি, তাহলে আপনি কি আমাকে আপনার পরে শাসন ক্ষমতা দিবেন?" তিনি বললেন: "কখনোই না! শাসন ক্ষমতা না তো তুই পাবি, না তোর গোত্র।" এরপর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে একটি প্রস্তাব দিলেন, কিন্তু সেই হতভাগা তা প্রত্যাখ্যান করল এবং বলল: "এমন করুন যে, আমাকে গ্রামের লোকদের শাসন ক্ষমতা দিন আর আপনি শহরের লোকদের উপর শাসন করুন।" হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্পষ্টভাবে না করে দিলেন। এ কথা শুনে আমির উত্তেজিত হয়ে গেল এবং (হুমকির সুরে) বলতে লাগল: "আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি যে, এই শহরকে আমি ঘোড়া ও যোদ্ধা দিয়ে ভরে দিব।" সে চলে যাওয়ার পর হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করলেন: "হে আল্লাহ পাক! আমাকে আমির বিন তুফাইলের অনিষ্ট থেকে বাঁচান।" ওদিকে আমির তার সঙ্গীদের সাথে ফিরে যাচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ আল্লাহর আযাব আমিরকে তার কবলে নিয়ে নিল এবং তার গলায় প্লেগের একটি ফোঁড়া বেরিয়ে এলো যা উটের গলায়ও বের হলে তাকে মৃত্যুর ঘাটে নামিয়ে দেয়। এর মধ্যে তারা বনী সালুলের এক মহিলার বাড়িতে থামল। আমির সেই ফোঁড়া নিয়ে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল, বারবার তা স্পর্শ করছিল এবং বলছিল: "উটের ফোঁড়ার মতো ফোঁড়া আর সালুলিয়ার বাড়িতে মৃত্যু!" তার যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মানের সাথে মৃত্যু না পাওয়ার দুঃখ তো ছিলই, কিন্তু এখন সে এই ভেবেও ভীত ছিল যে, সালুলিয়ার বাড়িতেই তার মৃত্যু না হয়ে যায়। কারণ আমিরের গোত্র বনী সালুল গোত্রকে ভালো চোখে দেখত না, তাই এই জায়গায় মৃত্যু

www.dawateislami.net

তার জন্য অত্যন্ত অপমানের কারণ ছিল। সে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল, তাই তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চড়ল, কিন্তু মৃত্যু সেই অবমাননাকারীকে আর কোনো সুযোগ দিল না এবং সে সেই জায়গাতেই মরে জাহান্নামে গেলো।

এবার তার সঙ্গী আরবাদের পালা ছিল। সে ফিরে তার গোত্রের কাছে পৌঁছাল, তখন তারা জিজ্ঞাসা করল: "পেছনের খবর কী?" আরবাদের উচিত ছিল যে, উক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, কিন্তু (مَعَاذَ الله) সে রাসূলের শানে বাজে মন্তব্য করা শুরু করল এবং বলল: "সে আমাদের না জানি কার ইবাদতের দাওয়াত দিচ্ছিল, আমার তো মন চাইছিল যে, সে যদি তখন আমার সামনে থাকত, তাহলে আমি তীর মেরে তাকে হত্যা করে দিতাম।" এক বা দুই দিন পর আরবাদ তার উট নিয়ে কোথাও যাচ্ছিল, তখন আল্লাহ পাক আসমান থেকে এমন এক বজ্রপাত নাযিল করলেন, যা আরবাদ এবং তার উটকে জ্বালিয়ে ছাই করে দিল।[১]

অবমাননাকারীর বিষয়টি কি শুধু আল্লাহর উপরই ছেড়ে দেওয়া হবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদিও বর্ণিত সমস্ত ঘটনা এই কথারই প্রমাণ দেয় যে, যখনই কোনো হতভাগা আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে কোনোভাবে কষ্ট দিয়েছে বা তাঁর শানে বেয়াদবি করার দুঃসাহস করেছে, তখন সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক স্বয়ং নিজেই শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু এ থেকে কেউ যেন এটা মনে না করে যে, রাসূল-

১. (সীরাতে ইবনে হিশাম, কিসসাতু আমির বিন তুফাইল... ইত্যাদি, ৪/৪৭৯; মু'জামুল আওসাত, বাব: মান ইসমুহু মাস'আদা, ৬/৩৭৮, হাদিস: ৯১২৭, সংক্ষেপে ও মর্মার্থে)

www.dawateislami.net

অবমাননাকারীকে কোনো শাস্তি দেওয়া উচিত নয়, বরং তার বিষয়টি আল্লাহ পাকের উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত। লক্ষ্য করুন, যতক্ষণ কাবার কোনো রক্ষক ছিল না, ততক্ষণ আল্লাহ পাক নিজেই তার হেফাযত করতেন। কিন্তু যখন রক্ষক এলো, তখন এর রক্ষার দায়িত্ব তাদের উপরই অর্পণ করা হলো। একারণেই যখন আবরাহা কাবার উপর আক্রমণ করল, তখন সঙ্গে সঙ্গে আবাবিলের ঝাঁক নাযিল হলো এবং আবরাহার সৈন্য ও তাদের শক্তিশালী হাতিগুলোকে মাটিতে মিশিয়ে দিল। কিন্তু যখন ইয়াজিদীরা খানায়ে কাবার উপর সৈন্যবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করে বাইতুল্লাহ শরীফকে পদদলিত করল, তখন কোথাও থেকে কোনো আবাবিল এলো না। রিসালাতের শানের বিষয়টিও ঠিক এমনই যে, কখনো তো আল্লাহ পাক নিজেই তাঁর মাহবুবের ইজ্জত ও সম্মানের দায়িত্ব স্বয়ং নিয়ে নিয়েছেন এবং রাসূল-অবমাননাকারীদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন:

اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ

(পারা ১৪, সূরা হিজর, আয়াত: ৯৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয়ই সেই বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে আমরা আপনার জন্য যথেষ্ট

এবং কখনো এই হেফাযতের দায়িত্ব নিজের বান্দাদের উপর অর্পণ করে তাদের রাসূল অবমাননাকারীদের সম্পর্কে হুকুম ইরশাদ করেছেন:

مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْۤا اُخِذُوْا وَ قُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত: ৬১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অভিশপ্ত, যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই ধরা হবে এবং গুণে গুণে করে হত্যা করা হবে।

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের খাতিরে প্রতিশোধ

হতে পারে শয়তান কারো মনে এই কুমন্ত্রণা দিতে পারে যে, সুন্দর চরিত্রের প্রতীক, সমস্ত নবীদের সর্দার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো কষ্ট দেওয়া ব্যক্তিদের ক্ষমা করে দিতেন, তাই আমাদেরও তাঁর আচরণ অনুসরণ করে শাস্তির পরিবর্তে ক্ষমাকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। তাহলে মনে রাখবেন! যদিওবা রাসূলে করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অত্যন্ত দয়ালু, স্নেহশীল ও মেহেরবান ছিলেন, তিনি কখনো ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কাউকে হত্যা করেননি এবং এমনকি সামান্য আঘাতও করেননি। তিনি ব্যক্তিগত কষ্ট দেওয়া ব্যক্তিদের শুধু ক্ষমা করে দিতেন না, বরং তাদের জন্য দোয়াও করতেন। কিন্তু তিনি আল্লাহর হুকুম সাপেক্ষে কুফর ও ঠাট্টা (মশকরা) কখনো সহ্য করেননি। যেমনটি উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত আছে: مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهٖ اِلَّا اَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ بِهَا রাসূলে আকদাস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো নিজের জন্য প্রতিশোধ নিতেন না, কিন্তু যখন আল্লাহ পাকের হুকুমের লঙ্ঘন করা হতো তখন আল্লাহ পাকের খাতিরে তার প্রতিশোধ নিতেন।[১]

শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি কি মানবতার উপর যুলুম?

সম্ভবত দ্বীনি জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা বা ইসলাম-বিদ্বেষী চক্র এটাকেও বর্বরতার নাম দিয়ে এর আড়ালে ইসলামকে বদনাম করার চেষ্টা করতে পারে। তাই এই বিষয়টি মাথায় রাখা অত্যন্ত জরুরী যে, যেই ব্যক্তির

১. (বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু সিফাতুন নবী, ২/৪৮৯, হাদিস: ৩৫৬০)

www.dawateislami.net

অপরাধের প্রভাব পুরো সমাজের উপর পড়ে, অন্য লোকেরা তার থেকে সাহস পায়, দ্বীনের ভিত্তি দুর্বল হয় এবং মানুষের ইজ্জত-সম্মান ও জান-মাল পদদলিত হয়, শরীয়ত অনুযায়ী এমন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া এবং তার উপর 'হদ' (শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি) আরোপ করা যুলুম ও বর্বরতামূলক নয়, বরং আল্লাহর সৃষ্টির উপর রহমত ও দয়া এবং বর্বরতামূলক কার্যকলাপের প্রতিরোধ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে শাস্তিগুলো নির্ধারণ করেছেন, তাতে পুরোপুরি নিরাপত্তা ও রহমত রয়েছে। কারণ ইসলাম ধর্ম প্রকৃতপক্ষে এমন এক শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা, যেখানে প্রত্যেক মানুষের জান-মাল ও ইজ্জত-সম্মানের সুরক্ষার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখা হয়েছে। তাই যদি কিছু অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে বাকি সমস্ত মানুষের জান-মালের সুরক্ষা ও অপরাধমূলক করে এমন ব্যক্তিদের শিক্ষা হয়, তাহলে এর চেয়ে বড় রহমত ও অনুগ্রহ আর কী হতে পারে? কুরআন মজীদ, ফুরকানে হামীদে আল্লাহ পাক ও বিভিন্ন অপরাধের এমন কঠোর ও শিক্ষণীয় শাস্তির কথা বর্ণনা করেছেন, যা শুধুমাত্র তাঁর বান্দাদের সুরক্ষার জন্য নয়, বরং পুরো সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়। সুতরাং জানের সুরক্ষার জন্য কিসাস (খুনের বদলে খুন) ফরয করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এতে তোমাদের জীবন রয়েছে। মালের সুরক্ষার জন্য চোরের হাত কাটার হুকুম দেওয়া হয়েছে। পবিত্র নারীর উপর অপবাদ আরোপকারী এবং ব্যভিচারীকে বেত্রাঘাত করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আর দ্বীনের ব্যাপারে দয়া ও নরমী দেখানোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। আসুন, এই প্রসঙ্গে আল্লাহ পাকের ৪টি বাণী লক্ষ্য করি:

www.dawateislami.net

সামাজিক শাস্তি সম্পর্কিত আল্লাহ্ পাকের ৪টি বাণী

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰۤاُولِي
الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ
(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত: ১৭৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর খুনের বদলা নেওয়ার মধ্যে তোমাদের জীবন রয়েছে, হে বিবেকসম্পন্ন লোকেরা, যেন তোমরা কোন প্রকার বাঁচতে পারো।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْۤا
اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ
(পারা ৬, সূরা মায়িদা, আয়াত: ৩৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর যে পুরুষ বা নারী চোর (সাব্যস্ত) হয়, তবে তার হাত কেটে দাও, এটি তাদের কৃতকর্মের ফল, আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি; এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ
لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ
فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا
تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا
(পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত: ৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর যারা সতী-সাধ্বী নারীদের উপর অপবাদ আরোপ করবে, অতঃপর চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী উপস্থিত করবে না, তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং তাদের কোনো সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করা হবে না।

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
(পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত: ২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যেই নারী ব্যভিচারিণী হয় এবং যে পুরুষ ব্যভিচারী, তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত কর। আর তাদের প্রতি যেন তোমাদের দয়া না আসে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে রাখো।

www.dawateislami.net

অর্থাৎ শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কারো প্রতি কোনো দয়া করবে না। না দুর্বলের দিকে তাকিয়ে তাকে ক্ষমা করে দিবে আর না বড়লোকের বড়াই দেখে ভীত হয়ে তাকে ছেড়ে দিবে। এ থেকে বোঝা গেল যে, শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তিতে দয়া করা কাফেরদের কাজ আর এই দয়া করার ফলে দুনিয়াতে অপরাধ বাড়বে এবং দেশের প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।[১]

মানবতার প্রকৃত শত্রু

মানবাধিকারের আড়ালে ইসলামী হুদুদ (শাস্তি) নিয়ে আপত্তি তোলা ব্যক্তিরা ভেবে দেখুক যে, ইসলাম অপরাধ দমন এবং মানবাধিকার নিশ্চিত করতে কী ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। নিশ্চয়ই একজন মানুষের জন্য তার জীবন, সম্পদ ও সম্মান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। যদি ইসলাম এই জিনিসগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত কঠোর আইন কার্যকর করে, তাহলে এর মধ্যেই মানবতার পবিত্রতা রয়েছে। অথচ এই বিধানকে অমানবিক আখ্যা দিয়ে এর উপর আপত্তি করা মানবতার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাওয়া অপরাধীদের সমর্থন এবং মানবাধিকারের প্রকাশ্য অবমাননার শামিল। স্পষ্টতই, চোরকে শাস্তি দেওয়া হয় কারণ সে কারো আর্থিক অধিকার লঙ্ঘন করেছে। ব্যভিচারীকে শাস্তি দেওয়া হয় কারণ সে মনুষ্য সম্মানকে পদদলিত করেছে। মদ্যপায়ীকে বেত্রাঘাত করা হয় কারণ সে নিজের সত্তার পবিত্রতাকে উপেক্ষা করেছে। অপবাদ আরোপকারীকে শাস্তি দেওয়া হয় কারণ সে একজন পবিত্র মানুষের উপর কাদা ছুঁড়ে তার সামাজিক সম্মানহানী করেছে। এবার একটু ভাবুন!

---

১. (নূরুল ইরফান, পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত ২-এর পাদটীকায়)

www.dawateislami.net

চোরকে শাস্তি না দিলে যার চুরি হয়েছে, তার কি অধিকার লঙ্ঘন হয় না? একইভাবে, ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী এবং অন্যান্য অপরাধীদের শাস্তি না দিলে কি মানবতার অবমাননা হয় না? নিশ্চয়ই, এই সমস্ত লোকদের শাস্তি না দিলে মানবতার অবমাননা হয় এবং ইসলামে এই অবমাননার কোনো সুযোগ নেই। ইসলাম এই অপরাধীদের ক্ষমা করে মানবতার উপর যুলুম করার পরিবর্তে তাদের শাস্তি দিয়ে মানবতার উপর অনুগ্রহ করে। ইসলামই মানবতার সবচেয়ে বড় রক্ষক। এর বিপরীতে, ইসলামের বিধানমতে শাস্তিগুলোকে যুলুম আখ্যা দেওয়া ব্যক্তিরাই প্রকৃতপক্ষে মানবতার সবচেয়ে বড় শত্রু নইলে তাদের তখন মানুষের পবিত্রতার দিকে কেন চোখ পড়ে না, যেখানে নিজেদেরকে সভ্য দাবি করা শক্তিগুলো তাদের মতাদর্শগত ও যুদ্ধবন্দীদের উপর যুলুমের পাহাড় ভাঙে? সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে শরীর পোড়ানো, ইলেক্ট্রিক শক দেওয়া এবং ক্ষুধার্ত কুকুর দিয়ে জীবন্ত মানুষের মাংস ছিঁড়ে খাওয়ানো কি মানবতার উপর যুলুম নয়? তখন কি মানবতার পবিত্রতা পদদলিত হয় না? যেখানে এমন শাস্তি দেওয়া হয়, যা লেখার কলমের ক্ষমতা নেই, বর্ণনা করার মতো বলার সাহস নেই, বরং যা শুনলেই লজ্জায় মাথা নুয়ে যায়। অথচ ইসলামী শরীয়তের হুদুদ ও শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তিতে না মানবতার অবমাননা আছে, না মানবাধিকারের লঙ্ঘন, বরং আছে সেই বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার অবমাননা, যা মানবতাকে সম্মানের যোগ্য মনে করেনি। তাই শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তিগুলো নিঃসন্দেহে মানবতার সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয় এবং এর মধ্যেই মানবতার পবিত্রতা রয়েছে।

যেখানে ইসলামে একজন সাধারণ মানুষের জান, মাল, সম্মান ও ইজ্জতের উপর আক্রমণকারীর জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে,

www.dawateislami.net

সেখানে মানবতার মহান দরদী, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর শানের উপর আক্রমণকারীর জন্য কোনো ধরনের নম্রতা বা ক্ষমার সুযোগ কিভাবে রাখা যেতে পারে? তাঁরই মাধ্যমে তো মানবতা অপমান থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং সম্মানের মুকুট লাভ করেছে। প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর অবমাননা তো সাধারণ অপরাধীর তুলনায় এক মহা অপরাধ। কুরআন, হাদিস এবং আহলে ইলমের ইজমার আলোকে এটা প্রমাণিত যে, নবীর শানে বেয়াদবির শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড।

ফকীহগণের দৃষ্টিতে অবমাননাকারীর শাস্তি

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه রাসূল-অবমাননাকারীর শরয়ী হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর লিখিত কিতাব "কুফরীয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল-জাওয়াব"-এ লিখেছেন: "নবীর শানে সামান্যতম বেয়াদবিও যে করবে, সে কাফের ও মুরতাদ।" "শিফা শরীফ"-এর পৃষ্ঠা ২১৫-এ আছে: ওলামাদের ইজমা তথা ঐক্যমত আছে যে, হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর শানে অবমাননাকারী কাফের এবং তার উপর আল্লাহর আযাবের হুঁশিয়ারি জারী আছে। আর উম্মতের নিকট সে ওয়াজিবুল কতল (মৃত্যুদণ্ডযোগ্য)। আর যে তার কুফর ও আযাবের ব্যাপারে সন্দেহ করে, সেও কাফের।[১]

খাতামুল মুহাক্কিকীন আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবিদীন শামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: আল্লামা তকী উদ্দীন সুবকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

১. (কুফরী কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল-জাওয়াব, পৃ: ১৯৯)

www.dawateislami.net

স্বীয় কিতাব **"আস-সাইফুল মাসলূল আলা মান সাব্বার রাসূল"**-এ বর্ণনা করেছেন: কাযী ইয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেছেন যে, উম্মতের ইজমা আছে যে, মুসলমানদের মধ্যে যে ব্যক্তি রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর শানে বেয়াদবি করে এবং গালমন্দ করবে, সে ওয়াজিবুল কতল (মৃত্যুদণ্ডযোগ্য)।

হযরত আবু বকর ইবনুল মুনযির رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: সকল আহলে ইলমের ইজমা আছে যে, যে ব্যক্তি হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে গালিগালাজ করে, তার মৃত্যুদণ্ড ওয়াজিব (তথা অবধারিত)।

ইমাম মালিক বিন আনাস, ইমাম লাইস, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং ইমাম ইসহাক رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيۡهِمُ اَجۡمَعِيۡن -ও এই উক্তির সাথে একমত এবং ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ -এরও এটাই অভিমত।

কাযী ইয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: ইমাম আযম আবু হানিফা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর থেকে এবং তাঁর সাহাবীদের থেকে, অনুরূপভাবে ইমাম ছাওরী, কুফাবাসীগণ এবং ইমাম আওযায়ী رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيۡهِمُ اَجۡمَعِيۡن থেকেও একই ধরণের উক্তি বর্ণিত আছে।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন সাহনুন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, যে ব্যক্তি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে গালমন্দ ও কটূক্তি করে এবং তাঁর শানে বেয়াদবি করে, উলামায়ে কেরাম তার কুফর ও আযাবের উপর ইজমা (ঐকমত্য) পোষণ করেছেন। এমন ব্যক্তির উপর ঐশী আযাবের সতর্কবাণী রয়েছে এবং যে ব্যক্তি এমন (দুর্ভাগা) ব্যক্তির কুফর ও আযাবের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে, সেও কাফের।[১]

---

১. (মাজমুআতু রাসাইল ইবনে আবিদীন, কিতাবু তানবিহিল উলাতি ওয়াল হুক্কাম..., ১/৩১৬)

www.dawateislami.net

স্বয়ং রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অন্যান্য সকল নবী-রাসূল عَلَيْهِمُ السَّلَام -এর সম্মান রক্ষার জন্য বলেছেন: مَنْ سَبَّ نَبِيًّا فَاقْتُلُوْهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো নবীকে গালি দেয়, তাকে হত্যা করো।[১] সুতরাং, এই ধরনের শরয়ী শাস্তিকে ফাসাদ (বিশৃঙ্খলা) নাম দেওয়া কোনোভাবেই সঠিক নয়। অবশ্য কোনো নবী عَلَيْهِ السَّلَام -এর অবমাননাকে উপেক্ষা করে অবমাননাকারীকে ক্ষমা করে দিলে অবশ্যই ফাসাদ সৃষ্টি হবে, কারণ এতে লোকেরা এ ধরনের কাজে দুঃসাহসী হয়ে উঠবে। সম্ভবত একারণেই নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রিসালাতের মর্যাদাকে অটুট রাখার জন্য দ্বীন ও দ্বীনের পয়গম্বরকে উপহাসকারী বেপরোয়া লোকদের ক্ষমা করেননি, বরং সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان -কে পাঠিয়ে সমাজের এই দুষ্টক্ষতগুলোকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম নিজেরাই ঈমানী চেতনার প্রমাণ দিয়ে এমন লোকদের মূলোৎপাটন করেছেন এবং রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই হতভাগ্যদের রক্ত বৃথা বলে আখ্যা দিয়েছে আসুন! এই প্রসঙ্গে আরও তিনটি ঘটনা সম্পর্কে জেনে নিই।

হেজাযের সওদাগরের শিক্ষণীয় মৃত্যু

হযরত সায়্যিদুনা বারা বিন আযেব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আবু রাফে নামক এক ইহুদি ব্যক্তি রাসূল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -কে কষ্ট দিত এবং তাঁর বিরুদ্ধে লোকদের সাহায্য করত। আবু রাফে হেজাযে অবস্থিত তার দুর্গে থাকত। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আনসারদের কিছু যুবককে তার কাছে পাঠালেন এবং হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আতিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -কে

১. (ফিরদাউসুল আখবার, বাবুল মীম, ২/৩৮৫, হাদিস: ১০৯৮)

www.dawateislami.net

তাদের আমির নিযুক্ত করলেন। যখন এই সাহাবীগণ সূর্যাস্তের পর তার মহলের কাছে পৌঁছালেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আতিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তার সঙ্গীদের বললেন, "আপনারা এখানে বসুন, আমি যাচ্ছি এবং দারোয়ানের সাথে দেখা করে কোনো কৌশল অবলম্বন করি, হয়তো আমি ভেতরে যেতে সফল হব।" অতঃপর তিনি এগিয়ে গেলেন এবং দরজার কাছে পৌঁছে নিজেকে এমনভাবে কাপড়ে জড়িয়ে নিলেন যেন তিনি প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিচ্ছেন। দুর্গের লোকেরা ভেতরে চলে গিয়েছিল, তখন দারোয়ান তাকেও আওয়াজ দিয়ে বলল: "আল্লাহর বান্দা! ভেতরে আসতে চাইলে চলে এসো, কারণ আমি দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছি।" হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আতিক বলেন, আমি ভেতরে ঢুকে লুকিয়ে পড়লাম। যখন সবাই এসে গেল, তখন দারোয়ান দরজা বন্ধ করে চাবিগুলো একটি পেরেকে ঝুলিয়ে দিল। আমি চাবিগুলোর দিকে এগিয়ে গিয়ে সেগুলো নিয়ে একটি দরজা খুললাম। সে তার ঘরের উপরের অংশে ছিল এবং তাকে গল্প শোনানো হচ্ছিল। যখন গল্পকার চলে গেল, তখন আমি উপরে উঠে গেলাম এবং যে দরজাই খুলতাম, ভেতর থেকে বন্ধ করে দিতাম। আমি (মনে মনে) বললাম, যদি লোকেরা আমার খবর পেয়েও যায় তারা আমার কাছে পৌঁছাতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তাকে হত্যা করি। যখন আমি তার কাছে পৌঁছালাম, তখন সে একটি অন্ধকার ঘরে তার স্ত্রী-সন্তানদের মাঝে ছিল। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম না সে ঠিক কোন জায়গায় আছে। আমি 'আবু রাফে' বলে ডাক দিলাম। সে উত্তর দিল, "কে?" আমি আওয়াজের দিকে এগিয়ে গিয়ে তরবারির এক ঘা মারলাম। আমি ভয় পেয়েছিলাম কারণ আঘাতটি খালি গিয়েছিল এবং সে চিৎকার করে উঠল। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম

www.dawateislami.net

এবং কিছুক্ষণ থেমে আবার ভেতরে গেলাম এবং বললাম: "আবু রাফে! এটা কিসের আওয়াজ ছিল?" সে বলল, "তোর মায়ের সর্বনাশ হোক, ঘরে কেউ একজন আছে যে কিছুক্ষণ আগে আমার উপর তলোয়ার চালিয়েছে।" এটা শুনেই আমি আরেকটি আঘাত করলাম, যা তাকে আধমরা করে দিল কিন্তু সে মরেনি। আমি তরবারির ডগা তার পেটে ঢুকিয়ে পিঠ পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম। যখন আমি তার হত্যার ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম, তখন আমি এক এক করে দরজা খুলতে খুলতে সিঁড়ির কাছে পৌঁছালাম। আমি ভাবলাম আমি মাটিতে পৌঁছে গেছি, তাই পা বাড়ালাম এবং চাঁদনি রাতে নিচে পড়ে গেলাম, আর আমার পায়ের নলা ভেঙে গেল। আমি তা পাগড়ি দিয়ে বেঁধে সেখান থেকে বেরিয়ে দরজার কাছে এসে এই ভেবে বসে পড়লাম যে, আজ রাতে এখান থেকে যাব না যতক্ষণ না নিশ্চিত হব যে, আমি তাকে মেরে ফেলেছি। যখন মোরগ আযান দিল, তখন মৃত্যুসংবাদ ঘোষণাকারী দুর্গের প্রাচীরে উঠে আওয়াজ দিল যে, আমি হেজাযের সওদাগর আবু রাফের মৃত্যুর খবর শোনাচ্ছি। এই ঘোষণা শুনে আমি আমার সঙ্গীদের কাছে গিয়ে বললাম যে, পরিত্রাণ মিলেছে, আল্লাহ পাক আবু রাফেকে হত্যা করেছেন। যখন আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর কাছে এসে পুরো ঘটনা বর্ণনা করলাম, তখন তিনি বললেন: "তোমার পা বাড়িয়ে দাও।" আমি আমার পা বাড়ালাম এবং তিনি তার উপর নিজের পবিত্র হাত বুলিয়ে দিলেন, যার বরকতে আমার পা এমনভাবে ঠিক হয়ে গেল যেন তাতে কোনো কষ্টই ছিল না।[১]

১. (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব কতলি আবি রাফি...ইত্যাদি, ৩/৩০, হাদিস: ৪০৩৯)

www.dawateislami.net

আশিকে রাসূলের ঈমানী আত্মমর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: এক ইহুদি মহিলা রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -কে গালমন্দ করত। এক আশিকে রাসূল তার গলা টিপে তাকে হত্যা করে ফেলল। তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তার রক্তকে নিষ্ফল (তথা বরবাদ বলে) ঘোষণা করে দিলেন।[১]

দরবারে রিসালাতের অন্ধ প্রহরী

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বর্ণনা করেন, এক অন্ধ ব্যক্তির উম্মে ওয়ালাদ (এমন দাসী যার সন্তান আছে) সে রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-কে مَعَاذَ اللّٰہ গালি দিত এবং মন্দ কথা বলত। সেই অন্ধ ব্যক্তি তাকে নিষেধ করত কিন্তু সে বিরত থাকত না। সে তাকে ধমক দিত কিন্তু সে থামত না। এক রাতে যখন সেই নারী হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -কে গালি দেয়া শুরু করল, তখন সেই অন্ধ ব্যক্তিটি একটি বর্শা (ধারালো অস্ত্র) নিয়ে তার পেটে বিদ্ধ করে দিল এবং এত জোরে চাপ দিল যে, সে মারা গেল। সকালে রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছে এই ঘটনার কথা উল্লেখ করা হলে তিনি লোকদের একত্রিত করে বললেন: “যে ব্যক্তি এই কাজ করেছে, আমি তাকে শপথ দিচ্ছি, আমার উপর তার হক আছে যে, সে যেন দাঁড়িয়ে যায়।” রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই কথা শুনে সেই অন্ধ ব্যক্তিটি দাঁড়িয়ে গেল এবং লোকদের কাঁধ ডিঙিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে গেল, এমনকি নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সামনে এসে বসে পড়ল এবং আরয করল: “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সেই দাসীর মালিক ছিলাম,

১. (আবু দাউদ, কিতাবুল হুদূদ, বাবুল হুকমি ফী মান সাব্বান্নাবী, ৪/১৭২, হাদিস: ৪৩৬২)

www.dawateislami.net

সে আপনাকে গালি দিত এবং মন্দ কথা বলত। আমি তাকে নিষেধ করতাম কিন্তু সে মানত না, আমি তাকে বকাঝকা করতাম কিন্তু সে থামত না। তার গর্ভ থেকে আমার দুটি মুক্তার মতো ছেলেও আছে এবং সে আমার প্রতি খুব দয়াপরবেশ ছিল। কিন্তু গত রাতে যখন সে আপনাকে গালি দিতে লাগল, তখন আমি বর্শা নিয়ে তার পেটে বিদ্ধ করে দিলাম এবং এত জোরে চাপ দিলাম যে, তাকে হত্যা করে ফেললাম।" প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: "তোমরা সবাই সাক্ষী থাকো যে, তার রক্ত নিষ্ফল (বরবাদ) হয়ে গেছে।" (১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শাস্তি দেওয়ার অধিকার কার?

মনে রাখবেন! শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করার অধিকার সাধারণ মানুষের নেই, কারণ শরয়ী বিধান ও শাস্তির মহান উদ্দেশ্য হলো মানুষকে আল্লাহর বিধানের অনুসারী করা, অপরাধ দমন করা এবং বিচার ও ইনসাফের ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত করা। যদি শাস্তি দেওয়ার অধিকার সাধারণ মানুষকে দিয়ে দেওয়া হয়, তবে অপরাধ শেষ হওয়ার পরিবর্তে আরও বেড়ে যাবে, পারস্পরিক ব্যক্তিগত শত্রুতা তৈরি হবে এবং পরিস্থিতি গুরুতর থেকে গুরুতর হতে থাকবে। তাই অন্যান্য শরয়ী শাস্তির মতো রাসূলের নিন্দুককে শাস্তি দেওয়ার অধিকারও কেবল ইসলামী বিচারকের (কাযী) রয়েছে। সুতরাং, কোনো ব্যক্তি যতই নামাযী, তাহাজ্জুদগুজার বা পরহেজগার হোক না কেন, যদি সে সত্যিই রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে কটূক্তি করে, তবে সে মুরতাদ

১. (আবু দাউদ, কিতাবুল হুদূদ, বাবুল হুকমি ফী মান সাব্বান্নাবী, ৪/১৭২, হাদিস: ৪৩৬১)

www.dawateislami.net

(ধর্মত্যাগী) হয়ে গেছে, ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গেছে এবং ওয়াজিবুল কতল (হত্যার যোগ্য) হয়ে গেছে। কাযীর উচিত তাকে হত্যা করা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه, আমাদের দেশ পাকিস্তানেও রাসূলের শানে বেয়াদবির জন্য (দণ্ডবিধি ২৯৫-সি ধারা মোতাবেক) আছে যে, তাকে হত্যা করা হবে। তাই যদি কোনো নবী বিদ্বেষী ধরা পড়ে, তবে আমাদের সকলের দায়িত্ব তাকে আইনের হাতে তুলে দেওয়া। এবং আইনের উচিত এই নবী বিদ্বেষীকে তার কৃতকর্মের শাস্তি দেওয়া। তবে যদি কোনো ব্যক্তি রাসূলপ্রেমে ডুবে এবং রাসূলের প্রেমে অভিভূত হয়ে আইন নিজের হাতে তুলে নেয় এবং কোনো নবী বিদ্বেষীকে তার কৃতকর্মের শাস্তি দিয়ে দেয়, তবে তার জন্য ইসলামী শরীয়তে সেই ধরনের শাস্তি নেই যা সাধারণ মানুষের হত্যাকারীর জন্য প্রযোজ্য হয়, কারণ সে কোনো মুসলমানকে হত্যা করেনি, বরং নবী বিদ্বেষীকে হত্যা করেছে। তবে তার উচিত ছিল আইন নিজের হাতে না নিয়ে আইন প্রয়োগকারী বিভাগের মাধ্যমে তাকে শাস্তি দেওয়ানো, কারণ নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়ার ফলে অনেক সমস্যা তৈরি হয়, যা প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তিই বুঝতে পারেন।

এই পরিস্থিতিতে একজন আশিকে রাসূলের মনে এই প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, আইন নিজের হাতে না নিলে কী করব? সে তো আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে কটূক্তি করে আমাদের অনুভূতিকে আঘাত করেছে। এই বিষয়ে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه -এর বিখ্যাত কিতাব "কুফরীয়া কালিমাত কে বারে মে সুওয়াল জুওয়াব"-এর

www.dawateislami.net

১৯৯ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর আমাদের শরয়ী দিক-নির্দেশনার জন্য যথেষ্ট। আসুন তা লক্ষ্য করি:

রাসূলের অবমাননাকারীর সাথে কী ধরনের আচরণ করা উচিত?

প্রশ্ন: রাসূল বিদ্বেষীর সাথে মুসলমানদের কী ধরনের আচরণ করা উচিত?

উত্তর: এই প্রসঙ্গে আমি আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে করা একটি প্রশ্ন ও তার উত্তরের সারসংক্ষেপ পেশ করছি:

প্রশ্ন: এক বক্তা জলসায় বলেছেন: হুযূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খেয়াল করলেন যে, আমার দাঁতগুলো এত উজ্জ্বল যে আজ পর্যন্ত কারো এমন হয়নি। (مَعَاذَ الله) এই অহংকারের কারণে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দাঁত (মুবারক) উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল।

উত্তর: সে হুযুরে আকদাস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ব্যাপারে مَعَاذَ الله 'তাকাব্বুর' (অহংকার) শব্দটি বলেছে, যা স্পষ্ট কুফরী। তার ঈমান চলে গেছে, তার স্ত্রী তার বিবাহ বন্ধন থেকে বেরিয়ে গেছে। সে যেমন জনসমক্ষে এই বাক্য বলেছে, তেমনই জনসমক্ষে তাওবা করবে এবং নতুন করে ইসলাম গ্রহণ করবে। যদি নতুন করে ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে মুসলমানদের জন্য তার সাথে সালাম-কালাম করা হারাম, তার কাছে বসা হারাম, তার বিয়ে-শাদীতে অংশগ্রহণ করা হারাম, অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া হারাম, মারা গেলে তার জানাযায় যাওয়া হারাম, তাকে গোসল ও কাফন দেওয়া হারাম, তার জানাযার নামায পড়া হারাম, তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হারাম, তার মৃত্যুর পর কোনো সাওয়াব পৌঁছানো হারাম। বরং, তার কুফরীর ব্যাপারে অবগত হয়েও যে তাকে মুসলমান মনে করবে

www.dawateislami.net

এবং তার সাথে মুসলমানদের মতো আচরণ করবে, এমনকি তার কুফরীতে সন্দেহও করবে, সে নিজেও কাফের হয়ে যাবে। আর যেসব লোক এই বাক্য শুনে পছন্দ করেছে, তারাও তার মতো কাফের হয়ে গেছে এবং তাদের স্ত্রীরাও তাদের বিবাহবন্ধন থেকে বেরিয়ে গেছে।[১]

এরপর শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আরও বলেন: মনে রাখবেন! নিন্দুকদের সাথে এই ধরনের আচরণ করার নির্দেশ রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষা থেকেই প্রাপ্ত হয়।

যেমনটি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: "আমার সাহাবীদের গালি দিও না, কারণ শেষ যামানায় এমন একদল লোক আসবে, যারা আমার সাহাবীদের গালি দেবে। সুতরাং, যদি তারা (গালিদাতারা) অসুস্থ হয়, তবে তাদের দেখতে যেও না; যদি মারা যায়, তবে তাদের জানাযার নামায পড়ো না; তাদের একে অপরের সাথে বিয়ে দিও না; তাদের উত্তরাধিকারে অংশ দিও না; তাদের সালাম দিও না এবং তাদের জন্য রহমতের দোয়াও করো না।"[২] যেখানে সাহাবায়ে কেরামদের رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ গালি দেওয়ার ব্যাপারে এই হুকুম দেওয়া হয়েছে, সেখানে আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে কটুক্তি করার বিষয়টি কতটা গুরুতর হবে?

গুস্তাখানে রাসূল (রাসূলের বিদ্বেষী) আরেকবার সক্রিয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিন্দার এই জঘন্য কাজটি, যা শত শত বছর আগে কাফেররা শুরু করেছিল, আজ আবার নতুন রূপে এবং নতুন

১. (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/৬৪৬-৬৪৭)
২. (তারিখে বাগদাদ, ৮/১৩৯)

www.dawateislami.net

পদ্ধতিতে শুরু হয়ে গেছে। সেই সময়েও কাফেররা যখন মুসলমানদের মন থেকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং দ্বীন ইসলামের ভালোবাসা মুছে ফেলতে ব্যর্থ হয়েছিল, তখন তারা গালিগালাজ এবং বেয়াদবির মতো নোংরা কাজে নেমে এসেছিল। আর এই যুগেও পশ্চিমা দেশগুলোতে ইসলামের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা দেখে ইসলামের শত্রু এবং রাসূল বিদ্বেষীরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কখনো তারা কুরআনের অসম্মান করে, আবার কখনো মাহবুবে রহমান, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবমাননাকর কার্টুন তৈরি করে বিশ্বের দেড় বিলিয়নেরও বেশি মুসলমানের মনে আঘাত হানে এবং তাদের অনুভূতিতে কষ্ট দেয়। নিঃসন্দেহে যখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে কটূক্তি ও বেয়াদবি করা হবে, তখন একজন মুসলমান কিভাবে তার অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে...? তার হৃদয় কি রক্তাশ্রু বর্ষণ করবে না...? তার মুখে কি এই নোংরা কাজের নিন্দা জারি থাকবে না...? অবশ্যই থাকবে, বরং প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয় ও জিহ্বা চিৎকার করে এই ঘোষণা দিবে:

বাতলা দো গুস্তাখে নবী কো
গাইরতে মুসলিম যিন্দা হে
দ্বীনে পে মর মিটনে কা জযবা
কাল ভী থাহ আওর আজ ভী হে

মনে রাখবেন! একজন মুসলমানের হৃদয়ে হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসা সবসময় বিদ্যমান থাকে এবং থাকাও উচিত, কারণ এটাই তো তার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ এবং তার পূর্ণ ঈমানের মাধ্যম। যেমন হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ

www.dawateislami.net

ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হবো না।” [১]

এ কারণেই যখনই রাসূলের নিন্দুকদের পক্ষ থেকে রিসালাতের মর্যাদার উপর কোনো আঘাত এসেছে, তখন তার ফলে সাধারণত বিশ্বজুড়ে এবং বিশেষ করে পাকিস্তানের রাসূল প্রেমিক মুসলমানরা নিজ নিজ পদ্ধতিতে এই নিন্দামূলক কাজের প্রতিরোধ করতে এবং এর দ্বারা সৃষ্ট কষ্ট ও ব্যথা প্রকাশ করার জন্য প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে, যেন তারা তাদের অবস্থা দিয়ে এই ঘোষণা করছে:

হাম নে হার দৌর মে তাকদীসে রিসালাত কেলিয়ে
ওয়াক্ত কি তেয হাওয়াউ সে বাগাওয়াত কি হে
তোড় কর সিলসিলায়ে রসম সিয়াসত কা ফুসোঁ
সিরফ এক নামে মুহাম্মদ সে মুহাব্বত কি হে

গুস্তাখে রাসূলের বাস্তব বয়কট করুন

এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে রাসূল প্রেমের দাবি হলো, এই নিন্দুকদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ছাড়াও তাদের বয়কট করা হোক। এবং নিঃসন্দেহে বিশ্বজুড়ে মুসলমানরা বিভিন্ন উপায়ে ইসলামের শত্রুদের বয়কট করছেও। কিন্তু গুরুত্বের সাথে চিন্তা করুন, এটা কি সবচেয়ে ভালো উপায় নয় যে, রাসূলের নিন্দুকদের বয়কট বাস্তবিকভাবে করা হোক? আর তাও এমনভাবে যে, প্রথমত আমরা নিন্দুকদের সাথে সেই আচরণই করব যা আলা হযরতের উল্লিখিত উত্তর থেকে প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ তাদের সাথে সালাম-কালাম করব না, তাদের কাছে বসব না, তাদের বিয়ে-শাদীতে

১. (বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব হুব্বির রাসূল মিনাল ঈমান, ১/১৭, হাদিস: ১৫)

www.dawateislami.net

শরিক হব না, অসুস্থ হলে দেখতেও যাব না, এমনকি মারা গেলে তাকে গোসলও দেব না এবং তার জানাযায়ও অংশগ্রহণ করব না। মোটকথা, এই দুর্ভাগাদের সাথে মুসলমানদের মতো কোনো আচরণই করব না।

দ্বিতীয়ত, আমরা নিজেদেরকে নামায, রোযা এবং সেই সমস্ত জিনিসের অনুসারী বানাবো, যার নির্দেশ শরীয়ত আমাদের দিয়েছে। নামাযের ব্যাপারে তো হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হলো: قرة عينى فى الصلوة আমার চোখের শীতলতা নামাযের মধ্যে রাখা হয়েছে।[১] ভেবে দেখুন, এমন কোন আশিক হবে যে তার মাহবুবের চোখে প্রশান্তি ও শীতলতা পৌঁছাতে চাইবে না? তাই আমাদের উচিত নামায আদায় করা এবং নিজেদের জীবনকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের রঙে রঙিন করে কাফেরদের সত্যিকারের ও বাস্তব বয়কট করা। তারা আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে কটূক্তি করেছে, তাই আমরা তাদের জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে বয়কট করব। তারা আমাদের অনুভূতিতে আঘাত করেছে, তাই আমরা দাড়ি, পাগড়ি এবং সুন্নাত অনুযায়ী পোশাক পরিধান করে তাদের চেহারা ও পোশাককে বয়কট করব।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিকও কি দাড়ি মুণ্ডন করে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই এটা বড়ই আফসোসের কথা যে, আমরা মুখে তো রাসূলের শানের জন্য জীবন দেওয়ার দাবি করি, কিন্তু আমাদের চেহারা ও পোশাক প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শত্রুদের মতো। এটা কেমন ভালোবাসা? এটা কেমন প্রেম? ভালোবাসার যে, অনুভূতি আমরা আমাদের হৃদয়ে অনুভব করি, সেগুলোকে কেন বাস্তব

১. (নাসায়ী, কিতাবু ইশরাতিন নিসা, বাব হুব্বিন নিসা, ৬৪৪ পৃ:, হাদিস: ৩৯৪৬)

www.dawateislami.net

রূপ দিই না? রাসূলপ্রেম আমাদের কাছে দাবি করে যে, আমরা এই রাসূল বিদ্বেষী ও ইসলামের শত্রুদের চেহারার বিরোধিতা করি। বরং, স্বয়ং হুযুর রাসূলে করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্পষ্টভাবে ইরশাদ করেছেন: خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفو الشوارب "মুশরিকদের বিরোধিতা করো, দাড়ি বাড়াও এবং গোঁফ খুব ছোট করো।" (১) আরেকটি স্থানে ইরশাদ করেছেন: احفوا الشوارب و اعفو اللحي ولا تشبهوا با ليهود "গোঁফ ছোট করো এবং দাড়িকে ছেড়ে দাও (বাড়তে দাও)।" ইহুদিদের মতো আকৃতি ধারণ করো না।"(২) যদি আমরা এই বাণীগুলোকে সামনে রেখে আমাদের নবী প্রেমের তুলনা করি, তবে দুধ আর পানি আলাদা হয়ে যাবে এবং আমাদের প্রেমের মানদণ্ড স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো আমাদের মুশরিকদের বিরোধিতা করার আদেশ দিচ্ছেন এবং ইহুদিদের মতো আকৃতি ধারণ করতে নিষেধ করছেন। আর আমরা তাঁর প্রিয় প্রিয় সুন্নাত দাড়ি শরীফ মুণ্ডন করে নর্দমায় ফেলে দিচ্ছি এবং এই ঘৃণ্য কাজের জন্য একটুও লজ্জা পাচ্ছি না। তারপরও তাঁর প্রতি প্রেম ও ভালোবাসার স্লোগান দিচ্ছি। সত্যিই কি প্রেমের নাম এটাই? ...? শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজের এই কষ্ট প্রকাশ করতে গিয়ে হৃদয় নাড়া দেয়ার মতো করে বলেন:

সুন্নাত কি তরফ লোগো তুম কিউ নেহি আ জাতে
কিউ সরদ গুনাহো কা বাযার নেহি হোতা
সরকার কা আশিক ভী দাড়ি মুন্ডাতা হে
কিউ ইশক কা চেহরে সে ইযহার নেহি হোতা(৩)

১. (বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাবু তাক্বলীমুল ইযফার, ১/৭৫, হাদিস: ৭৫৯২)
২. (শরহে মাআনিয়িল আসার, কিতাবুল কারাহিয়্যাহ, বাব হালকিশ শারিব, ৪/২৩০, হাদিস: ৬৫৬২)
৩. (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৩৪ পৃ:)

www.dawateislami.net

গুস্তাখানে রাসূলের সংস্কৃতির বয়কট করুন

এই মুহূর্তে উম্মতে মুসলিমাকে সবচেয়ে বেশি যা বয়কট করার প্রয়োজন, তা হলো রাসূল বিদ্বেষীদের (**Culture**), যা অত্যন্ত মারাত্মক প্রভাব নিয়ে এই জাতির উপর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এ কারণেই আজ রাসূল প্রেম ও ভালোবাসার দাবিদারদের জীবনধারা ইসলামের শত্রুদের মতো দেখা যায়। চালচলন, খাওয়া-দাওয়ার পদ্ধতি, বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য নানা ধরনের রীতিনীতি তাদের মতোই। মোটকথা, ধীরে ধীরে আমাদের সমাজে তাদেরই সংস্কৃতি বিকশিত হচ্ছে। এই নতুন সংস্কৃতি বাহ্যিকভাবে যতই ভালো মনে হোক না কেন, বাস্তবতা হলো এটি যে পরিমাণ নৈতিক অবক্ষয় ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে, তা এই সংস্কৃতির কালো ও ঘৃণ্য চেহারা উন্মোচন করার জন্য যথেষ্ট।

নযর কো খইরা করতি হে চমক তাহযীবে হাযির কি
ইয়ে সিন্নায়ী মাগার ঝুটে নাগোঁ কি রেযা কারী হে

মনে রাখবেন, যে ব্যক্তি কোনো জাতির অনুকরণ করবে, সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: "যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে।" [১] এই হাদিস শরীফে ইংরেজি ফ্যাশনের অনুসারীদের জন্য শিক্ষা রয়েছে, যাদের রাসূলের নিন্দুকদের ফ্যাশন তো মনে থাকে, কিন্তু তাদের কটূক্তি মনে থাকে না। তাদের উৎসব পালন করার কথা মনে থাকে, কিন্তু ইসলামের প্রতি তাদের ঘৃণার কথা মনে থাকে না। যদি সত্যিই আমরা

১. (আবু দাউদ, কিতাবুল লিবাস, বাব ফী লুবসিস শুহরাহ, ৪/৬২, হাদিস: ৪০৩১)

www.dawateislami.net

রাসূলপ্রেমের দাবিতে সত্যবাদী হই, তবে আসুন, বাস্তব জীবনে এসে নবী বিদ্বেষীদের বয়কট করি এবং এই দৃঢ় সংকল্প করি যে, আমরা খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, ঘুমানো-জাগা এবং পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে, তথা আনন্দ ও শোকের সমস্ত অনুষ্ঠান, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করব যা আমাদের প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। আর যেই সংস্কৃতি আমাদেরকে এসব থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, আমরা সেগুলোকে লাথি মারব এবং যে জিনিস নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দ নয়, আমরা সেগুলোকে আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করব। আসুন, রাসূলের নিন্দুকদের দাঁতভাঙা বাস্তব জবাব দেওয়ার জন্য সুন্নাত অনুযায়ী সাদা পোশাক, জুলফি (সুন্নাত অনুযায়ী বাবরী চুল), মিসওয়াক, পাগড়ি শরীফের মুকুট এবং অন্যান্য সুন্নাতসমূহের উপর আমল করি, যাতে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি আমাদের অসীম ভালোবাসা দেখে কোনো দুর্ভাগা কটূক্তি করার সাহস না করে।

সম্মানের তাজ

মনে রাখবেন! পাগড়ি শরীফ আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সুন্নাতে মুবারাকা এবং আশিকানে রাসূলের কাছে সুন্নাতের অনুসরণ করার চেয়ে বেশি প্রিয় আর কী হতে পারে? মাহবুবের সুন্নাতের উপর মন-প্রাণ দিয়ে আমল করাও তো ভালোবাসার একটি লক্ষণ। আর তারপরেও কতই না খুশির কথা যে, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর সুন্নাতের প্রতি ভালোবাসা লালনকারীদের ব্যাপারে বলেছেন: “যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসল, সে আমাকেই ভালোবাসল। আর যে আমাকে

www.dawateislami.net

ভালোবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।”[১] সুতরাং, যদি রাসূলের নিন্দুকদের আমলীভাবে বয়কট, তবে নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় প্রিয় সুন্নাত পাগড়ি শরীফকে গ্রহণ করুন। এটি শুধু আপনার প্রেম ও ভালোবাসার জীবন্ত প্রমাণই নয়, বরং এর অসংখ্য ফযিলতও রয়েছে। আসুন, উৎসাহের জন্য পাগড়ি শরীফের ৮টি ফযিলত লক্ষ্য করি:

পাগড়ি শরীফের আটটি ফযিলত

১. প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাগড়ির দিকে ইশারা করে বলেছেন: “ফেরেশতাদের তাজ এমনই হয়।” [২]

২. পাগড়ি শরীফ মুসলমানদের সম্মান এবং আরবের গৌরব। যখন আরবরা পাগড়ি খুলে ফেলবে, তখন তারা নিজেদের সম্মানও খুলে ফেলবে।[৩]

৩. পাগড়ি বাঁধো, তোমাদের সহনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং পাগড়ি হলো আরবের মুকুট।[৪]

৪. টুপির উপর পাগড়ি আমাদের এবং মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য। প্রত্যেক মুসলমান যতটি প্যাঁচ মাথায় দিবে, তার জন্য কিয়ামতের দিন একটি করে নূর দান করা হবে।[৫]

৫. পাগড়ি সহ দুই রাকাত নামায পাগড়ি ছাড়া সত্তর (৭০) রাকাত নামাযের চেয়ে উত্তম।[৬]

---

১. (মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ঈমান, বাবুল ই'তিসাম বিল কিতাব...ইত্যাদি, ১/৫৫, হাদিস: ১৭৫)
২. (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল মাঈশাহ ওয়াল আদাত, বাব আদাবুত তা'আম্মুম, ১৫/২০৫, হাদিস: ৪১৯০৬)
৩. (ফিরদাউসুল আখবার, বাবুল আইন, ২/৯১, হাদিস: ৪১১১)
৪. (শোয়াবুল ঈমান, বাব ফীল মালাবিস, ফাসলুন ফীল আমাইম, ৫/১৭৫, হাদিস: ৬২৬০)
৫. (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল মাঈশাহ ওয়াল আদাত, ফারা' ফীল আমাইম, ১৫/১৩২, হাদিস: ৪১১২৬)
৬. (ফিরদাউসুল আখবার, বাবুল রা', ফাসলুন রাকা'তান, ১/৪১০, হাদিস: ৩০৫৪)

www.dawateislami.net

৬. পাগড়ি সহ জামাতে নামায দশ হাজার নেকীর সমান।[১]

৭. নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক ও তাঁর ফেরেশতারা জুমার দিনে পাগড়িওয়ালাদের উপর দরূদ প্রেরণ করেন।[২]

৮. পাগড়ি সহকারে একটি জুমা পাগড়ি ছাড়া সত্তর (৭০) জুমার সমান।[৩]

সন্তানদের নবীপ্রেম শেখান

নিজেদেরকে সুন্নাতের অনুসারী বানানোর পাশাপাশি এটাও জরুরি যে, আমরা আমাদের আগামী প্রজন্মকে রাসূলপ্রেমের শিক্ষা দিই। এর একটি অন্যতম উপায় হলো, আমরা শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه -এর দেওয়া মাদানী ফুলগুলোর উপর আমল করে নিজেদের ঘরে মাদানী পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করি, যাতে আমাদের সন্তানদের প্রতিপালন সুন্নাতে ভরা পরিবেশে হয়। কারণ, এটি একটি বড় বিষয় যে, একদিকে আমরা রাসূলের শানের জন্য জীবন দেওয়ার দাবি করি এবং রাসূলের নিন্দুকদের কটূক্তিতে আমাদের রক্ত টগবগ করে জ্বলে উঠে, কিন্তু অন্যদিকে আমাদের সন্তানরা সেই নিন্দুকদের বানানো সিনেমা দেখছে, এমনকি যেসব গানে আল্লাহ পাকের শানে কটূক্তি করা হয় এবং কুফরী কথা বলা হয়, আমাদের সন্তানরা সেইসব গানে নাচছে এবং ডান্স করছে। জানি না, সেই সময় আমাদের ঈমানী আত্মমর্যাদা কোথায় চলে যায়, যখন আমাদের সন্তানরা সুন্নাতে ভরা মাদানী পোশাক ছেড়ে ইসলামের শত্রুদের পোশাক পরে। সুতরাং, সেই সময় আমাদের তাদের কটূক্তিগুলো কেন মনে থাকে না? মনে রাখবেন! আমাদের এই আচরণ

১. (ফিরদাউসুল আখবার, বাবুল সাদ, ২/৩১, হাদিস: ৩৬২১)
২. (কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সালাত, বাব ফী সালাতিল জুমা...ইত্যাদি, ৭/৩০২, হাদিস: ২১১৬২)
৩. (ফিরদাউসুল আখবার, বাবুল জীম, ১/৩২৮, হাদিস: ২৩৯৩)

www.dawateislami.net

নতুন প্রজন্মের উপর অত্যন্ত খারাপভাবে প্রভাব ফেলছে। বরং, এমনটিই বলা যায় যে, আমরা অবচেতনভাবে এমন এক প্রজন্ম তৈরি করছি যারা নামমাত্র মুসলমান হবে, যাদের হৃদয়ে রাসূলপ্রেমের সেই অনুভূতি অনুপস্থিত থাকবে যা আজ আমরা আমাদের হৃদয়ে অনুভব করি। দুর্ভাগ্যবশত, এর প্রভাব এখনই প্রকাশ পাওয়া শুরু করেছে। ভেবে দেখুন, শত্রুরা কেমন চাল চালছে, কিন্তু আমরা উদাসীনতার ঘুমে আছি। এখন আমাদের জাগ্রত হতে হবে এবং এই রাসূলের নিন্দুকদের এমন জবাব দিতে হবে যা তারা চিরকাল মনে রাখবে। এক-দুই দিনের জন্য নয়, বরং সারাজীবনের জন্য ইসলামের শত্রুদের জবাবহীন করে দিন। আসুন, এই অঙ্গীকার করি যে, এখন থেকে আমরা আমাদের ঘরকে রাসূলের নিন্দুকদের সংস্কৃতির আঁতুড়ঘর হতে দেব না... নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত এবং অন্যান্য শরয়ী বিধানের অনুকরণ করব... আমরা আমাদের ঘরে সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করব... আমাদের ঘর থেকে সিনেমা-নাটকের পরিবর্তে হামদ, নাত এবং মানকাবাতের আওয়াজ আসবে... আমরা আমাদের সন্তানদের রাসূলপ্রেমের এমন শিক্ষা দিব যা তারা মৃত্যু পর্যন্ত ভুলতে পারবে না... اِنْ شَآءَ الله

মন হলো আশিকের আর শরীর হলো নিন্দুকের

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিগত যুগগুলোতে মুসলমানদের আমলী দৃঢ়তা, ইসলামের বিধানের প্রতি আনুগত্য এবং রাসূলপ্রেমের অনুসারী হওয়ার কারণে কাফিররা রিসালাতের অবমাননা করার সাহস পেত না। তারা জানত যে মুসলমানরা জাগ্রত আছে, তাই এরকম আচরণ খুবই কমই করত। কিন্তু এখন তো রীতিমতো বেয়াদবির একটি ধারাবাহিকতা

www.dawateislami.net

শুরু হয়ে গেছে এবং কাফির-মুশরিকরা এই ধরনের কথা বলার দুঃসাহসী হয়ে উঠছে। এর বিভিন্ন কারণের মধ্যে একটি বড় কারণ এটাও যে, মুসলমানরা আমলী দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমাদের এই নিষ্ক্রিয়তা ও উদাসীনতা দেখেই কাফিররা বেপরোয়া হয়ে গেছে। যে মুসলমানদের তাদের নিজেদের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি এতটুকু ভালোবাসা নেই যে সে তাঁর সুন্নাতকে গ্রহণ করবে, বরং তাদের অবস্থা তো এই যে তাদেরকে কোনো অমুসলিমের সাথে দাঁড় করিয়ে দিলে দুজনের মধ্যে কোনো পার্থক্যই দেখা যায় না। এমন প্রাণহীন মুসলমানের উপর তাদের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কটূক্তির কী প্রভাব পড়বে? সে তো গাফিলতির চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে, কিছুক্ষণ জেগে আবার ঘুমিয়ে যাবে। শুধু তার জিহ্বা রাসূলপ্রেমের স্লোগান দেয়, বাকি পুরো শরীর রাসূলের নিন্দুকের প্রতি ভালোবাসার স্লোগান দিচ্ছে। সত্যিই এই মুহূর্তে উম্মতে মুসলিমার অধিকাংশই গাফিলতির ঘুমে আচ্ছন্ন, যার সুযোগ নিয়ে ইসলামের শত্রুরা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে কটূক্তি করছে। এমন পরিস্থিতিতে উম্মতে মুসলিমার এই উদাসীনতার ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া অপরিহার্য। আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

সুনা জঙ্গল রাত আন্দেহরী ছায়ী বদলী কালী হে
সোনে ওয়ালো জাগতে রাহইয়ো চোরোঁ কি রাখ ওয়ালী হে
আঁখ সে কাজল সাফ চুরালেঁ ইয়াঁ ওহ চুরা বালা কে হে
তেরি ঘাঠড়ী তাকি হে আওর তু নে নিন্দ নিকালী হে
সোনা পাস হে সুনা বন[১] হে সোনা যহর হে উঠ পিয়ারে

১. নির্জন বন

www.dawateislami.net

তু কেহতা হে নিন্দ হে মিঠি তেরি মত হি নিরালী হে[১]

আসুন! সারাজীবনের জন্য রাসূলপ্রেমের মূর্ত প্রতীক হয়ে যাই, রাসূলের নিন্দুকদের কঠোর বাস্তব বয়কট করি এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه -এর দেওয়া মাদানী উদ্দেশ্য "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে" -এটার বাস্তবায়নে পুরো বিশ্বের মানুষকে রাসূলপ্রেমের শিক্ষা দেওয়ার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর করি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলার বরকতে হাজার হাজার অমুসলিম কালিমায়ে তায়্যিবা পড়ে ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করেছে এবং প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলাম হয়ে গেছে। আসুন, এই প্রসঙ্গে এক যুবকের ইসলাম গ্রহণের মাদানী বাহার লক্ষ্য করি:

অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণ

দাওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলের একটি মাদানী কাফেলা নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর জন্য ১৫ই রমযানুল মুবারক ১৪২৮ হিজরী, মোতাবেক ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখে বাবুল মদীনা (করাচি) থেকে হিন্দুস্তান (ভারত) রওনা হলো। মাদানী কাফেলার রাসূল প্রেমিকরা হিন্দুস্তানের বিভিন্ন শহরে (জয়পুর, দিল্লি, বোম্বে এবং হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য অন্যান্য জায়গায়) নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর পর যখন মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর, পাকিস্তান) এর দিকে ফিরছিল, তখন আটারি বর্ডারে মাদানী কাফেলার আশিকানে রাসূলের সাথে এক শিক্ষিত অমুসলিম যুবকের দেখা হয়। মাদানী কাফেলার আশিকানে রাসূল যখন

১. (হাদায়িকে বখশিশ, ১৮৫ পৃ:)

www.dawateislami.net

তাকে নিজেদের দিকে মনোযোগী দেখল, তখন তারা হাসিমুখে তার সাথে দেখা করল এবং সুন্দরভাবে ইসলামের দাওয়াত পেশ করে ইসলামী জীবনের উজ্জ্বল দিকগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। সেই অমুসলিম যুবকের কথোপকথন থেকে এমনটা মনে হচ্ছিল যে সে ইসলামী শিক্ষায় প্রভাবিত। সেই যুবকের আগ্রহ এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্দর সুন্দর সুন্নাতগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনার ভঙ্গি মাদানী কাফেলার সদস্যদের দীর্ঘ কথোপকথনে বাধ্য করল। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার এই ধারা প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলল, যা সেই যুবকের উপর ইসলামের সত্যতাটি দিবালোকের মতো স্পষ্ট করে দিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হলো এবং সেই যুবক মাদানী কাফেলার আশিকানে রাসূলের চরিত্র ও মিষ্টি কথায় প্রভাবিত হয়ে ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাসী হয়ে ইসলাম গ্রহণের দিকে ঝুঁকে পড়ল। ইসলামী ভাইয়েরা তাকে হাতোহাত কালিমায়ে তায়্যিবা: "لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" পড়িয়ে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে এল। এই নওমুসলিমের ইসলামী নাম "আহমদ রযা" রাখা হলো। মাদানী কাফেলার সদস্যরা এই নওমুসলিম ইসলামী ভাইকে ইসলাম গ্রহণের জন্য মুবারকবাদ দিল এবং উপহারস্বরূপ বই ও রিসালা দিয়ে ইসলামের উপর অটলতার জন্য দোয়া করল।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকৃত ভালোবাসা এবং রাসূলের শানের প্রতিরক্ষার জন্য নিজেদের সবকিছু কুরবান করার তাওফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

উৎস ও তথ্যসূত্র

নং	কিতাব	লেখক/ সংকলক/ ওফাত সন	প্রকাশনা
**	কুরআন পাক	আল্লাহর বাণী	***
১	তরজমা কানযুল ঈমান	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান, ওফাত: ১৩৪০ হি:	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচি, ১৩২২ হি:
২	তাফসীরে ইবনে কাছীর	ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল বিন উমর ইবনে কাছীর দামেশকী, ওফাত: ৭৭৪ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৩	খাযাইনুল ইরফান	সদরুল আফাযিল সৈয়দ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী, ওফাত: ১৩৬৭ হি:	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচি
৪	নূরুল ইরফান	হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী, ওফাত: ১৩৯১ হি:	পীর ভাই কোম্পানী, করাচি
৫	সহীহ আল-বুখারী	ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী, ওফাত: ২৫৬ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৪১৯ হি:
৬	সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান বিন আশ'আছ সিজিস্তানী, ওফাত: ২৭৫ হি:	দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত
৭	আল-মুসনাদ	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল, ওফাত: ২৪১ হি:	দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪১২ হি:
৮	শরহু মা'আনিল আছার	ইমাম আবু জাফর আহমদ বিন মুহাম্মদ তাহাবী, ওফাত: ৩২১ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২২ হি:
৯	আল-মু'জামুল আওসাত	ইমাম আবুল কাসিম সুলায়মান বিন আহমদ তাবারানী, ওফাত: ৩৬০ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১০	শোয়াবুল ঈমান	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী বায়হাকী, ওফাত: ৪৫৮ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
১১	তারিখে বাগদাদ	হাফিয আবু বকর আলী বিন আহমদ খতিব বাগদাদী, ওফাত: ৪৬৩ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১২	ফিরদাউসুল আখবার	হাফিয আবু শুজা' শেরোয়া বিন শেহেরদান বিন শেরোয়া দাইলামী, ওফাত: ৫০৯ হি:	দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪১৮ হি:
১৩	মিশকাতুল মাসাবীহ	আল্লামা ওলীউদ্দীন তিবরিযী, ওফাত: ৭৪২ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২১ হি:
১৪	কানযুল উম্মাল	আলী মুত্তাকী বিন হুসামুদ্দীন হিন্দী বুরহানপুরী, ওফাত: ৯৭৫ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯ হি:

www.dawateislami.net

১৫	আস-সীরাতুন নববিয়্যাহ লি ইবনে হিশাম	আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক বিন হিশাম, ওফাত: ২১৩ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২২ হি:
১৬	দালায়িলুন নুবুওয়াহ	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী বায়হাকী, ওফাত: ৪৫৮ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১৭	দালায়েলুন নুবুওয়াহ	হাফিয আবু নুয়াইম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ ইসফাহানী, ওফাত: ৪৩০ হি:	আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত
১৮	আত-তাবাকাতুল কুবরা	মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন মুনী' হাশেমী, ওফাত: ২৩০ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১৯	শরহুয যুরকানী আলাল মাওয়াহিব	মুহাম্মদ যুরকানী বিন আব্দুল বাকী বিন ইউসুফ, ওফাত: ১১২২ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
২০	রাসায়িলু ইবনে আবিদীন	আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবিদীন শামী, ওফাত: ১২৫২ হি:	সুহাইল একাডেমী, লাহোর, ১৪১১
২১	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা, ওফাত: ১৩৪০ হি:	রযা ফাউন্ডেশন, লাহোর
২২	হেদায়িকে বখশিশ	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা, ওফাত: ১৩৪০ হি:	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচি
২৩	কুফরি কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব	আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী	---

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

দরূদ শরীফের ফযিলত ১
আবু লাহাবের বেয়াদবি ২
আবু লাহাব কে ছিল? ৪
আবু লাহাবের শিক্ষণীয় পরিণতি ৬
আবু লাহাবের স্ত্রীর পরিণতি ৭
পারস্যের রাজা কিসরার নামে মুবারক পত্র ৯
মাহবুব খোদা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-কে কষ্ট দানকারীর উপর লানত ১৩
উতাইবাকে বাঘে ছিঁড়ে ফেলল ১৫
উপহাসকারীদের পরিণতি ১৬
আমির বিন তুফাইলের ঘটনা ১৯
অবমাননাকারীর বিষয়টি কি শুধু আল্লাহর উপরই ছেড়ে দেওয়া হবে? ২১
আল্লাহ পাকের খাতিরে প্রতিশোধ ২৩
শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি কি মানবতার উপর যুলুম? ২৩
সামাজিক শান্তি সম্পর্কিত আল্লাহ পাকের ৪টি বাণী ২৫
মানবতার প্রকৃত শত্রু ২৬
ফকীহগণের দৃষ্টিতে অবমাননাকারীর শাস্তি ২৮
হেজাযের সওদাগরের শিক্ষণীয় মৃত্যু ৩০
আশিকে রাসূলের ঈমানী আত্মমর্যাদা ৩৩
দরবারে রিসালাতের অন্ধ প্রহরী ৩৩
শাস্তি দেওয়ার অধিকার কার? ৩৪
রাসূলের অবমাননাকারীর সাথে কী ধরনের আচরণ করা উচিত? ৩৬
গুস্তাখানে রাসূল (রাসূলের বিদ্বেষী) আরেকবার সক্রিয় ৩৭
গুস্তাখে রাসূলের বাস্তব বয়কট করুন ৩৯
প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিকও কি দাড়ি মুণ্ডন করে? ৪০
গুস্তাখানে রাসূলের সংস্কৃতির বয়কট করুন ৪২
সম্মানের তাজ ৪৩
পাগড়ি শরীফের আটটি ফযিলত ৪৪
সন্তানদের নবীপ্রেম শেখান ৪৫
মন হলো আশিকের আর শরীর হলো নিন্দুকের ৪৬
অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণ ৪৮
উৎস ও তথ্যসূত্র ৫০

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর এবং ❊ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bangladesh@maktabatulmadinah.com, Web: www.dawateislami.net